শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম,এ

মূল্য ॥০ আনা

উপহার
P. Dasgupta.

উৎসর্গপত্র

শ্রীমতী প্রণতি দাশগুপ্তা (নমু)
শ্রীমান তরুণকুমার দাশগুপ্ত (তরুণ)
শ্রীমান অমৃতাভ দাশগুপ্ত (অমু)
শ্রীমান তমালকুমার দাশগুপ্ত (বেণু)

করকমলেষু—

"স্নেহনীড়"
গৌহাটী, আসাম।
ভাদ্র, ১৩৪৬

ইতি—
তোমাদের
নিত্যশুভার্থী

কয়েকটি কথা

এই বইএর গল্প ও কবিতাগুলি নানা সময়ে 'শিশুসাথী' ও 'রামধনু'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এগুলি প'ড়ে অনেকেরই ভাল লেগেছিল; তাদের মনোরঞ্জনের জন্য পুস্তকাকারে এগুলির পুনর্মুদ্রণ।

ছোটদের বইএর লেখার চাইতে রেখার মূল্য এতটুকু কম নয়। 'হাসির দেশ'-এর সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য যাঁরা প্রকৃত কৃতিত্বের দাবী কর্‌তে পারেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হরিশরণ ধর। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

'শিশুসাথী' ও 'রামধনু'র সম্পাদকদ্বয়ের কাছেও আমি অশেষ প্রকারে ঋণী। ইতি—
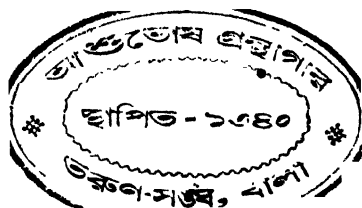
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

হাসির দেশ

হাসির ওষুধ

এক ছিল চাষা—সে ছিল ভারি গরীব। সংসারে আপনার বল্‌তে তার ছিল একটি মাত্র ছেলে—নাম নীলমণি।

পথের বাঁকে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে তাদের দু'টির দিন কাট্‌ত—অতি দুঃখে।

একটু বড় হ'তেই নীলমণি যখন কাজের খোঁজে বেরুতে চাইল, তখন পাষাণে বুক বেঁধে, বুড়ো বাপ ছেলেকে বিদায় দিতে বাধ্য হ'ল। বাপের কাছে বিদায় নিয়ে নীলমণি গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়্‌ল—কাজের খোঁজে।—

ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষটা এক মেষ-পালকের বাড়ীতে নীলমণির একটি কাজ জুটে গেল—রোজ তা'কে মেষ-পাল মাঠে নিয়ে গিয়ে চরিয়ে আন্‌তে হবে।

চাকরী পেয়ে নীলমণি বেজায় খুশী।

পরদিন সকালে উঠে নীলমণি মেষ নিয়ে বেরুবে, এমন সময়ে তার মনিব তা'কে ডেকে একটা বাঁশের বাঁশী উপহার দিয়ে বল্লে—"তোমাকে এই বাঁশীটি দিলাম, এটি যত্ন ক'রে রেখো ; যখন তোমার খুশী এটা বাজিও।"

বাঁশীটি পেয়ে নীলমণির মনে আনন্দ আর ধরে না। পাহাড়তলীর মাঠের বুকে মেষ-পাল ছেড়ে দিয়ে, বনের শেষে গাছের ছায়ায় ব'সে নীলমণি আপন মনে বাঁশী বাজায়, মনের খেয়ালে রকমারি সুর ভাঁজে।

এখন—মেষ-পালের মধ্যে ছিল ছোট্ট একটি বাচ্চা মেষ। সমস্ত গা ছেয়ে তার সোনালী লোমের ঘন আস্তরণ। যেমন কোমল তার গায়ের লোম, তেমনি সুন্দর তার লোমের রং। দুপুরে সেই গাছের ছায়ায় নীলমণির মনের খুশী যেমন তার বাঁশীর তালে উঠ্‌ত বেজে, অদূরে মাঠের বুকে সোনালী মেষের নধর দেহ তেমনি তার সুরের দোলায় উঠ্‌ত নেচে।··· এমনি রোজ।

সোনালী মেষের সাথে নীলমণির সুরের পরিচয় দিনে দিনে এমনি জমে' উঠ্‌ল যে, মাসের শেষে মনিব যখন বেতন চুকিয়ে দিতে চাইলে, তখন নীলমণি সহজ খুশীতে নিবেদন কর্‌লে—"দেখুন,—আমার কাজের মজুরী বাবদ আমি আর কিচ্ছু

চাই নে ; শুধু বছরের শেষ, আপনার ঐ ছোট্ট সোনালী মেষটি উপহার পেলেই আমার সকল মজুরী পুষিয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, বেশ"—ব'লে, মেষ-পালক বুদ্ধিমানের মত চুপ ক'রে গেল। এত সহজে কাজ বাগাতে পার্‌বে, এমন আশা সে বোধ হয় স্বপ্নেও করে নি।

সেই থেকে নীলমণি রোজ দুপুরে মাঠের বুকে মেষের পাল ছেড়ে দিয়ে, গাছের ছায়ায় ব'সে ব'সে বাঁশী বাজায়, আর তারই তালে তালে সেই সোনালী মেষের নরম লোমে নাচের দোলে ঢেউ খেলে যায়।

তারপর একদিন—বছর ভর কাজ ক'রে নীলমণির বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসে।

সারা বছরের মজুরী বাবদ ছোট্ট সোনালী মেষটি পেয়ে নীলমণি মনের আনন্দে বেরিয়ে পড়ে—নূতন কাজের খোঁজে।

... ...

পথে যেতে যেতে অথই বনের বাঁকে বাঁকে চারদিক আঁধার ক'রে সাঁঝ নামে। অগত্যা নীলমণি পথের পাশে একটি ছোট্ট কুটীরে রাতের জন্য অতিথি হয়।

সেই বাড়ীতে থাক্‌ত এক বুড়ী, আর তার একমাত্র মেয়ে—রূপালী।

এখন, নীলমণির সোনালী মেষটি দেখে অবধি রূপালীর

ভারি লোভ পড়ে ওর উপর। যেমন ক'রে হোক্ ঐ সুন্দর মেষটি হাত করতে না পারলে তার যেন কিছুতেই শান্তি নেই। কিন্তু···

একে একে রূপালীর মনে নানা রকমের খেয়াল জাগে।

রূপালীর কি দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল, দুপুর রাতে সবাই যখন ঘুমের ঘোরে অচেতন, তখন চুরি করবার মতলব ক'রেই সে নীলমণির ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকে,—চুপিসারে যাই সে সোনালী মেষের কোমল দেহ দুই হাতে আঁকড়ে ধ'রে তুলতে যাবে—

ওমা!—রূপালী অবাক্ হ'য়ে দেখে, ওর হাত কখন সোনালী মেষের রোঁয়ায় রোঁয়ায় আঁটার মত নেপ্‌টে গেছে! যতই প্রাণপণে সে হাতের আঙ্গুলগুলো ছাড়াতে চায়, ততই যেন সেগুলো আরো জটিল হ'য়ে জড়িয়ে পড়ে! সে বজ্র আঁটুনি কিছুতেই বুঝি আলগা হবে না।······

রূপালীর ভয় লাগে। অগত্যা হতভম্বের মত, নীলমণির কাছে ধরা পড়বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই বেচারা তেমনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে,—নিরুপায়!

ভোর না হ'তেই কিন্তু নীলমণির ঘুম ভেঙ্গে যায়—তা'কে আবার কাজের খোঁজে বেরুতে হবে। উঠতে গিয়ে নীলমণি আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখে—অবাক্ কাণ্ড!

রূপালীর করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু নীলমণির রাগের চেয়ে দুঃখই জাগে বেশী। ঐ ছোট্ট প্রাণীটির দেহে যে এমন যাদু আছে তা কি বেচারা জান্‌ত? রূপালীর হাত থেকে মেষের বাচ্চাটিকে ছাড়াবার জন্যে নীলমণি প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু তার কোন উপায়ই কাজে লাগে না।

এদিকে সকাল হ'য়ে আস্‌ছে—রোদের তাত্‌ না বাড়্‌তেই নীলমণিকে পথে বেরুতে হবে।

অগত্যা, সে সোনালী আর রূপালীকে তেমনি অবস্থাতেই সাথে নিয়ে, পথে বেরিয়ে পড়ে—নূতন কাজের খোঁজে।

... ...

নূতন গাঁয়ে ঢুকে নীলমণি আপন খেয়ালে যাই বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বাজাতে সুরু করেছে, অমনি অভ্যাসমত সোনালী মেষ, তার তালে তালে নাচ্‌তে সুরু কর্‌লে—

আর তারই ছোঁয়া লেগে নাচ্‌তে সুরু কর্‌লে স্বয়ং রূপালী। এদিকে নীলমণি তো মনের খুশীতে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে—কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ইতিমধ্যে সোনালী আর রূপালীর অপরূপ নাচের বহর দেখে, কখন যে পথের দুই পাশে কৌতূহলী মেয়েপুরুষদের ভিড় জমে' গেছে তা তার খেয়াল নেই। একটা বুড়োবয়সী মেয়েলোক রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে রুটি বেলছিল। রূপালীর

বেয়াড়া কাণ্ড দেখে সে তো রেগেই আগুন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে—সেই কিনা পথের মধ্যে—ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লেগেছে!

"দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা"—ব'লে, সেই বুড়ী হাতের 'বেলুন' নিয়েই ছুটে গেল ধিঙ্গি মেয়ে রূপালীকে সায়েস্তা কর্‌তে। গিয়ে 'বেলুন' দিয়ে যাই ওর পিঠে মার্‌তে গেছে—

ওমা! অবাক্ হ'য়ে বুড়ী দেখে তার হাতের 'বেলুন' মেয়েটার পিঠের উপর কি রকম শক্ত হ'য়ে নেপ্‌টে গেছে! এদিকে আরো মজার কাণ্ড! নীলমণি যেমন আপন খেয়ালে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, তেমনি তারই সুরের তালে তালে নেচে চলেছে সোনালী মেষ, আর সোনালীর পিঠে আঙ্গুল ছুঁয়ে রূপালী মেয়ে,—রূপালীর পিঠে 'বেলুন' ছুঁয়ে সেই গরুজে বুড়ী। সেই অদ্ভুত নাচের কনসার্ট দেখ্‌তে রাস্তায় জমে' গেছে সারা গাঁয়ের যত অকর্ম্মার দল।

ঠিক্ এমন সময়ে রাজবাড়ীর পুরুত তর্করত্ন মশাই টিকিতে লাল জবা বেঁধে, বগলে ছাতা আর মাথায় ফট্‌কা এঁটে, সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এই বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার দেখে তিনি তো গেলেন—রীতিমত ক্ষেপে।

"এ্যাঁ, বুড়ী বেটি, তিনকাল গিয়ে এককাল বাকী! শেষকালে তারও কিনা নাচুনে বাইতে ধর্‌ল? দাঁড়াও"—

নাচের কনসার্ট দেখ্‌তে জমে' গেছে···অকর্ম্মার দল

এই ব'লে, পায়ে ছিল খড়ম, তারই একপাটি খুলে পুরুতঠাকুর বুড়ীকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে যাবেন—

ওমা ! তর্করত্ন অবাক্ হ'য়ে দেখেন, তাঁর হাতশুদ্ধ খড়মের পাটি বুড়ীর পিঠে শক্ত হ'য়ে একদম নেপ্‌টে গেছে ! আর, যেমনি নীলমণি বাঁশী বাজিয়ে পথ চলেছে তেমনি চার প্রাণী তালে তালে নেচে ছুটছে।

—সবার পেছনে হাসি আর হাততালি !—

... ...

এদিকে—সেই দেশের রাজার মেয়েটি আজ ছয় মাস ধ'রে মরণ-বাঁচন রোগে ভুগ্‌ছে। কত ডাক্তার, বদ্যি, ওঝা, হাকিম শত চেষ্টা ক'রেও রাজার মেয়ের রোগ সারাতে পারে নি।—

এমনি বিদ্‌ঘুটে রোগ। শেষটা তাঁরা এই ব'লে বিদায় নিয়েছেন যে, যদি কেউ একটি বারের জন্যও রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটাতে পারে, তা' হ'লে দু'দিনেই রোগ সেরে যাবে।

মস্ত বড় রাজা—তাঁর সবেধন নীলমণি ওই একটি মাত্র মেয়ে। ডাক্তারের শেষ কথাটি বিশ্বাস ক'রে এ পর্য্যন্ত মেয়েকে একটি বার হাসাবার জন্য তিনি, সুড়সুড়ি থেকে সুরু ক'রে, কোন উপায় আর পরখ কর্‌তে বাকী রাখেন নি। কিন্তু মেয়ের রকম সকম দেখে তিনি ইদানীং হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। রাজ্যের দুঃখ যেন ওঁর ছোট্ট বুকে জগদ্দল

পাথরের মত চেপে বসেছে। হাসির হদিস্ নেই ওঁর কোষ্ঠীতে। সম্প্রতি রাজাবাহাদুর ঘোষণা করেছেন, যে কেউ রাজকন্যাকে একটি বারের জন্যও হাসাতে পার্‌বে—কাণা হোক্, খোঁড়া হোক্, কুঁজো হোক্—তারই সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

পথে যেতে যেতে নীলমণি লোকের মুখে এই খবর পেলে। তারও একটি বার পরখ কর্‌বার খেয়াল হ'ল। সাত-পাঁচ ভেবে সে সেই নাচুনী বাহিনী নিয়ে সোজা রাজবাড়ীর পথ ধর্‌ল। সাথে সাথে চল্‌ল তার—এক দল কৌতূহলী ছেলেমেয়ে।

রাজবাড়ীর দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে নীলমণি তার বাঁশীটিতে ফুঁ দিতেই স্থুরু হ'ল সেই আজব বাহিনীর মজার নাচুনী। ক্রমশঃই ভিড় বেড়ে যায়—রাস্তার লোক ছেলে বুড়ো, যে দেখে সে-ই হেসে গড়াগড়ি!—

রাজবাড়ীর চারতলার খোলা জানালার মুখে—মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন রাজকন্যা। দেউড়ীতে এই অপরূপ কাণ্ড দেখে—তাঁরও বেদম হাসি পেয়ে গেল। শত চেষ্টা ক'রেও মনের ভাব চেপে রাখ্‌তে না পেরে, হোঃ হোঃ ক'রে তিনি হেসে উঠ্‌লেন। খিল্ খিল্ শব্দ শুনে দাসদাসীরা সবাই ত্রস্ত হ'য়ে ছুটে এল—ব্যাপার কি ?

সবাই অবাক্ হ'য়ে দেখে অদূরে দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ কিশোর বাঁশী বাজাচ্ছে, আর তার সাথে সাথে নাচ্‌ছে

একটি মেষ,—একটি মেয়ে,—একটি বুড়ী,—একটি পুরুত! হেসে হেসে রাজকন্যা গড়িয়ে পড়েন। মুখে আঁচল চেপে যতই তিনি হাসি চাপ্‌তে যান ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসির ফিন্‌কি দুষ্টু ছেলের মত তাঁর ঠোঁট পেরিয়ে বেরিয়ে আসে।—

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাসদাসীর মুখে সারা বাড়ী খবর ছড়ায়। স্বয়ং রাজা আর রাণী ছুটে আসেন।—হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ-র কলরবে সমস্ত বাড়ী ভ'রে উঠে।

এদিকে কিন্তু আর এক কাণ্ড! রাজকন্যার মুখের হাসি চোখে পড়্‌তেই মেষটা মেয়েটার হাত থেকে আল্‌গা হ'য়ে ছিট্‌কে পড়্‌ল; আর মেয়েটা বুড়ীর বেলুন থেকে, বুড়ীটা পুরুত ঠাকুরের খড়ম থেকে আল্‌গোছে গেল আল্‌গা হ'য়ে। কিন্তু তবু কি রেহাই আছে? আল্‌গা হ'য়েই তা'রা বাঁশীর তালে তালে তখনও নাচ্‌তে থাকে! তখন—

ব্যাপার দেখে অবাক্ মানি'
হাস্‌ছে রাজা, হাস্‌ছে রাণী।
রাজার মেয়ের মুখ চেয়ে—
গোমড়া মুখেও ফুট্‌ছে হাসি,
হাস্‌ছে চাকর, হাস্‌ছে দাসী;
দম-ফাটানো হাসির চোটে
যায় কেটে 'গুম্' একঘেয়ে।

হেসে হেসে রাজকন্যা গড়িয়ে পড়েন

রাজার হুকুমে রাজবাড়ীর পেয়াদা গিয়ে সেলাম জানিয়ে নীলমণিকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এল।—

তারপর ?—

তারপর যা হ'ল সে তো তোমরা বুঝ্‌তেই পার্‌ছ।—সাতদিন সাতরাত ধ'রে বিয়ের সানাই আর ঘিয়ের খানা-ই চল্‌ল—অবিরাম, অবিচ্ছেদ।

রাসভ এণ্ড কোং

একদিন নয়—

দু'দিন নয়—

পূরো পনেরটি বছর ধ'রে একই মনিবের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে শ্রীমান গর্দ্দভচন্দ্রের গায়ে পায়ে যদি বাত ধ'রে গিয়েই থাকে, বহুকালের মনিবের কাছে যদি সে পেন্সন-প্রাপ্তির প্রত্যাশা ক'রেই থাকে, তা'তে দোষ কি ?

—তবু—

মনিবের তার সেদিকে একটু যদি খেয়াল থাক্‌ত ! দেখ তো ! কি অন্যায় ! আচ্ছা, গাধা না হ'য়ে, সে যদি মানুষই হ'ত, তবে বল, এই পনেরটি বছর এক নাগারে কাজ কর্‌বার পরও কি তার একটু রেহাই জুট্‌ত না ? অথচ এ পর্য্যন্ত শ্রীমান গর্দ্দভচন্দ্রের একটুকু অবসরপ্রাপ্তির কোন লক্ষণ নেই। সেই পনের বছর আগেও যেমনি, আজও তেমনি, রোজ একরাশ কাপড়ের গাঁট্‌ পিঠে ক'রে বেচারাকে লাঠির আগে আগে ঘাটের পথে পা বাড়াতে হয় ; তেমনি আবার কাপড় ধোয়া হ'লে সেগুলোকে পিঠে ক'রে বাড়ী ফির্‌তে হয়।

বরাত আর কা'কে বলে ?—

পথই কি, ছাই, ফুরায় ? কোথায় ধোপাপাড়া আর কোথায় নদীর ঘাট—পাক্কা দু' মাইলের ধাক্কা, ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে বেচারা মনের দুঃখে অবিরাম পথ চল্‌তে থাকে। লজ্জায়, দুঃখে, ঘৃণায়, অপমানে গর্দ্দভচন্দ্রের দুটি বড় বড় চোখ ব'য়ে জল ঝরে।—

মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হয়, কাপড়ের গাট্‌রী পথের কাদায় ফেলে দিয়ে, মনিব বেটার ঠ্যাঙ্গে একটা লাথি ঠুকে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের কাছে নালিশ করে ;—কিন্তু ঐ ভাবা পর্য্যন্তই। কারণ অমন একটা বিট্‌কেল কাণ্ড ক'রে বস্‌লে, তার ফল শেষটা কি হ'তে পারে তা' এতকাল মানুষের নোক্‌রী ক'রে তার জান্‌তে আর বাকী নেই ত ! ওদের আইনে ওর একমাত্র দাওয়াই হ'ল—লাঠি ! অতএব···

কিন্তু এ বয়সে এভাবে আর গর্দ্দভচন্দ্রের বেশী দিন পোষাবে না, তাও ঠিক্। ঐ শরীরে আর কতই বা সহ্য হবে ?

শেষে, একদিন পথ চল্‌তে চল্‌তে বুদ্ধি ক'রে গর্দ্দভচন্দ্র কাপড়ের গাঁট শুদ্ধ পথের মধ্যেই ঠ্যাং গুটিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল। ভাবটা—যেন আ—আ—র সে চল্‌তে পারে না !

এদিকে মনিব তার তেমন খারাপ মানুষ নয়। যে

জানোয়ারটা পনের বছর ধ'রে সমানে গতর খাটিয়েছে, শেষ-কালে তা'কে 'ন দানে ন ব্রাহ্মণে' দেবার মত নিষ্ঠুরতাও তার ছিল না। সেদিনটা সে নিজেই কাপড়ের গাঁট পিঠে তুলে ঘাটে নিয়ে গেল। ছাড়া পেয়ে গর্দ্দভচন্দ্রও ইচ্ছেমত খানিকটা এদিক ওদিক চ'রে বেড়াল বটে; কিন্তু সন্ধ্যার মুখে শেষটা ঐ মনিবের বাড়ীতেই গিয়ে হাজির। বেচারা! সারাজীবন পরের খেটে খেয়েছে, এখন বুড়ো বয়সে আর যাবেই বা কোথায়?

—এদিকে—

বাগ্দীপাড়ার রতনের চামড়ার কারবার। গর্দ্দভচন্দ্র আস্তে আস্তে ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই শুন্‌তে পেলে রতনের সাথে তার মনিবের পরামর্শ চল্‌ছে। সে পরামর্শের বিষয়টা যেন সে নিজেই! আড়ি পেতে বুড়ো বয়সে বেচারাকে শেষে কিনা নিজের মরণের ব্যবস্থাটাই শুন্‌তে হ'ল!—

"শেষকালে ওটাকে মেরেই ফেল্‌তে চাও?"—রতন জিজ্ঞেস কর্‌ল।

—"তা' ছাড়া আর কি-ই বা উপায় আছে বল? ওঁটাকে ত আর কোন কাজেই লাগান যেতে পারে না। যে ভাবে আজ পথের মাঝখানে ভেঙ্গে পড়েছিল! ভাগ্যিস্ পুলিশ দেখ্‌তে পায় নি······তার চেয়ে রবং চামড়াটা বেচে কিঞ্চিৎ খরচাটা উঠে' যাবে'খন। কি বল?"

—"হ্যাঁ, তা' বটে। তবে—"

বলা বাহুল্য, 'তবে'র পর আর কিছু দাঁড়িয়ে শুন্‌বার প্রবৃত্তি বা সাহস গর্দ্দভচন্দ্রের হ'ল না। এক মিনিটে সে তার মতলব ঠিক ক'রে নিল। তা'কে বাঁচ্‌তে হবে এবং বাঁচ্‌তে হ'লে নিজের উপায় নিজেই করতে হবে। মনিব যে তার কত উপকারী, তা' তো পরামর্শের ভাবেই বোঝা গেল।—

'সত্যই, মানুষগুলো কী নিমকহারাম'—দুঃখে গর্দ্দভচন্দ্রের বুক ভেদ ক'রে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হ'য়ে এল।—

গুটি গুটি পা ফেলে গর্দ্দভচন্দ্র যে পথে বাড়ী ঢুকেছিল, সেই পথেই বাড়ী থেকে বের হ'য়ে গেল। নাঃ, এ বাড়ীতে আর বিচালীটা পর্য্যন্ত সে মুখে দেবে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ— এতদিন ধ'রে সেবা কর্‌বার এই প্রতিফল!—

তার ড্যাবডেবে চোখ ব'য়ে জল ঝর্‌তে লাগ্‌ল। মনিব তার নিষ্ঠুর হ'লেও, ঐ মনিবের ভিটামাটি, ছেলেপেলেদের জন্য গর্দ্দভচন্দ্রের, কেন জানি না, ভা—রী মন কেমন কর্‌তে থাকে। এতদিনের টান,—হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলা কি এত সহজ?

তবু তা'কে যেতে হ'ল। পৈতৃক প্রাণটি তো বাঁচাতে হবে। অমন মনিবের খড়-বিচালী খাওয়ার চেয়ে বনে-জঙ্গলে না খেয়ে মরাও ঢের ভাল!……

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কখন যে গাঁয়ের রাস্তা ছাড়িয়ে, গর্দ্দভচন্দ্র

বড় সহরের পাকা রাস্তায় পা বাড়িয়েছে, তা' সে নিজেই টের পায় নি।

তখন ঘোর সন্ধ্যা। অন্ধকারে একা একা সে কোন্ পথে যাবে ?

হঠাৎ এক অভিনব পন্থা গর্দ্দভচন্দ্রের মনের মধ্যে জেগে উঠ্ল। আনন্দে তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি চক্‌চক্ ক'রে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। একটা অতি পরিচিত সত্য, যা সে এতদিন আদৌ খেয়াল করে নি, তাই হঠাৎ তার মনে জেগে, তার সকল সংশয়ের মীমাংসা ক'রে দিল। গর্দ্দভচন্দ্র মনে মনে ভাব্‌ল—'তাই তো! আমি হ'লাম গিয়ে, গায়েন-বংশের গাধা। আমার আবার খাবার ভাবনা! এতদিন এ দিকটার চর্চ্চা করি নি, তাই; নইলে বনে-জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের বিয়ে-মজলিসে গান ফিরি' ক'রে এখনও রাসভকুলের খাবার জোগাড় অনায়াসে হ'য়ে যেতে পারে। যাই, না হয় সহরতলীতে গিয়ে সুবিধামত একটা কনসার্ট পার্টি খুলে ব্যবসা সুরু ক'রে দেওয়া যাবে'খন।'—

গর্দ্দভচন্দ্র যেন অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পেল। এই একমাত্র চিন্তা তার সমস্ত মনটা জুড়ে বস্‌ল। তাই তো! এতদিন কেন যে এদিকে তার খেয়াল হয় নি—তাই ভেবে সে বিস্মিত হ'ল। অথচ কি সোজা আর সস্তা উপায়! এ

যে তাদের জাত্-ব্যবসা! নিজের বোকামীর কথা ভেবে গর্দ্দভচন্দ্র একা একাই সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফ্যাস্ ফ্যাস্ ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময়—

হঠাৎ দেখা হ'ল—এক হ্যাংলা কুকুরের সাথে। বুড়া
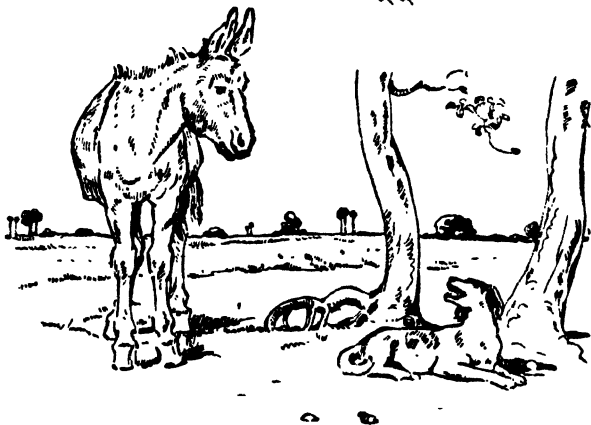
দেখা হ'ল—এক হ্যাংলা কুকুরের সাথে

হাড়-গোড়-বার-করা এক শিকারী কুকুর—নির্জীবের মত পথের ধূলোয় প'ড়ে ধুকুচ্ছিল। প্রতি নিঃশ্বাসে যেন তার প্রাণ বের হবার যো।

—"কি গো বন্ধু! তোমার এমন নাজেহাল অবস্থাটা হ'ল কিসের তরে শুনি? ব্যাপারটা কি?"

এতক্ষণে তবু গর্দ্দভচন্দ্র ভেবে চিন্তে নিজের জীবনধারণের একটা উপায় বের করেছে। তাই মনটা তার তখন খুশীতে ঠাসা। পথে পাওয়া বন্ধুর প্রতি দরদের সুরেই কথাগুলো সে জিজ্ঞেস কর্‌ল।

শিকারী কুকুর কাঁদ-কাঁদস্বরে বল্‌ল—"আর ব'লো না, ভাই ব'লো না। মানুষের নোক্‌রি ক'রে যে গোখুরী করেছি, তা' আর ব'লে লাভ কি? আজীবন প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ক'রে তার উপযুক্ত প্রতিফল পাব কি? না, এখন বুড়ো ব'নে গিয়েছি, আর শিকার শুঁক্‌তে পারি নে, তাই—"

"বুঝেছি ভাই, বুঝেছি। ও আর বিশদ ক'রে বল্‌তে হবে না"—সান্ত্বনার সুরে গর্দ্দভচন্দ্র বল্‌ল; "নিশ্চয়ই, তোমার প্রভু-মহারাজ এখন শীঘ্র তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌ছেন!"

—"যা বল্লে, দাদা। উঃ, কী নিমকহারাম এই মানুষ-জাতটা!"

—"তাই ব'লে তাই!—কিন্তু তুমি দুঃখু ক'রো না, আমিও ভুক্তভোগী। তবে আমি সম্প্রতি ভারি খাসা এক বুদ্ধি ঠাউরিয়েছি। তা' তুমি যদি আমার সাথে ভিড়্‌তে রাজী হও, তবেই বলি।"

—"রাজী, আলবৎ রাজী। না খেয়ে মরার চেয়ে—"

"বেশ, তা' হ'লে চলো, আমরা সহরতলীতে যাই"—গর্দ্দভচন্দ্র হ্যাংলা কুকুরের গায়ে লেজ স্পর্শ ক'রে বল্‌ল ; "দেখ, এই আমি হ'লাম গিয়ে গায়েন-বংশের গাধা ! গলা-সাধা আমার দিব্যি অভ্যেস আছে দাদা ! আর সুরের পর্দ্দাটা তো তোমারও কিছু নীচু নয়। যদি রাজী হও তো একসাথে একটা কনসার্ট পার্টি খুলে ফেলি।"

"রাজী—নিশ্চয়ই রাজী। এভাবে……" ব'লে হ্যাংলা কুকুর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর গুরুজন গর্দ্দভ-চন্দ্রের পেছনে পেছনে চল্‌তে থাকে।

দু'জনে যায়। কাঁটাবনের পাশ দিয়ে গুটিগুটি পথ চল্‌তে চল্‌তে সহরতলীতে পা দিতেই তাদের দেখা—

এক ভিজা বিড়ালের সাথে।

আধ-বোজা চোখ। চুপ্‌চাপ্‌ পথের পাশে তপস্বীর মত ব'সে আছে সেই বিড়াল।

—"কি হে ভিজা বিড়াল ! বড় যে বেজার-বেজার ! ব্যাপারখানা কি ?"

"আর ব'লো না, ভাই, ব'লো না।"—মিন্‌মিন্‌ ক'রে বিড়াল-তপস্বী বল্‌ল ; "এতদিন মানুষের উপকার ক'রে তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি। ছোটবেলা থেকে প্রতিরাত্রে বাড়ীর গিন্নীর জিনিসপত্তর পাহারা দিয়ে এসেছি। রোজ কম ক'রেও

পাঁচটা ইন্দুর যমের বাড়ী পাঠিয়েছি। এখন বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, চোখেও আর তেমন দেখ্‌তে পাই নে ; পোড়া দাঁতেরও তেমন জোর নেই—তাই—"

"হয়েছে, থাক্। আর তোমাকে বল্‌তে হবে না।"—সান্ত্বনার সুরে গর্দ্দভচন্দ্র বল্‌ল ; "অর্থাৎ তোমার গিন্নীমা চাচ্ছেন শীঘ্র তোমাকে জলে ডুবিয়ে যমের বাড়ী পাঠাতে—"
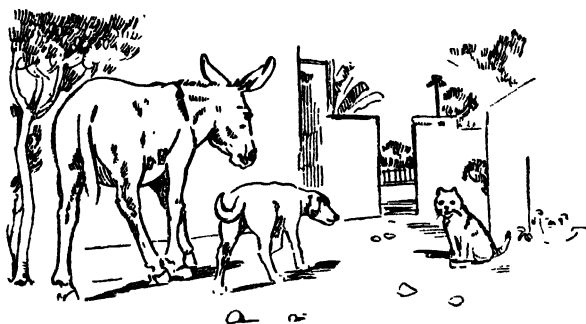
তাদের দেখা—ভিজা বিড়ালের সাথে

—"যা বল্লে ভাই। সত্যই নিমকহারাম—এই মানুষ-জাতটা। কিন্তু—"

—"দেখ ভাই, আর কিন্তু টিন্তুর সময় নেই। হ্যাঁ তুমি যদি আমাদের দলে ভিড়্‌তে রাজী হও, তবে ঝটপট ব'লে ফেল। আমি একখানা মতলব বের করেছি।"

—"এক্ষুণি, এক্ষুণি। মোদ্দা, ওবাড়ীমুখে আর আমি যাচ্ছি নে। বরং না খেয়ে মর্‌ব তবু—"

—"বেশ। তা' হ'লে শোন—এই, আমি হ'লাম গিয়ে গায়েন-বংশের গাধা। গলা-সাধা আমার দিব্যি অভ্যেস আছে দাদা! আর তোমারও তো জানি কড়ি কোমল দুই-ই আসে। যদি আমাদের সাথে এস, তবে চল একটা কনসার্ট পার্টি খুলি গে।"

"রাজী, আলবৎ রাজী"—ব'লে, ভিজা বিড়াল লেজ ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আনন্দে তার চোখ চক্‌চক্‌ কর্‌ছে। তিন প্রাণী গুটিগুটি আবার সহরের পথে চল্‌তে থাকে।

যায়—যায়—যায়। খানিক দূর গিয়ে দেখে—

—এক লাল-ঝুটি মোরগ—

একটা গোলাবাড়ীর ফটকের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রাণান্ত চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।

—"বলি ব্যাপারখানা কি? তুমি যে দেখ্‌ছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই 'জান' দেবে। তোমার ও 'কঁক্‌ক্রো'র ধাক্কায় আমাদের মাথার খুলি ফেটে যাওয়ার যো!"

"আর ব'লো না, দাদা"—স্বর নামিয়ে লাল-ঝুটি মোরগ মশায় উড়ে এসে নীচে নেমে বল্‌ল; "এই মানুষগুলোর উপকার করতে নেই, বুঝ্‌লে? সেই এতটুকুন বয়েস থেকে গলা

চেঁচিয়ে রোজ ওদের 'পহর' গুণে দিচ্ছি। রোদ হবে কি জল হবে আগে থেকে তার নিশানা বাৎলে দিচ্ছি। তবু যদি ওদের মন রক্ষা হয়।—সব চাইতে বেয়াক্কেলে হয়েছে ঐ ব্যাটা বাবুর্চ্চি। আমাকে দেখিয়ে আজ ক'দিন ধ'রে খালি বল্‌ছে—"

"বলি ব্যাপারখানা কি ?"

—"থাক, থাক, ও কথা আর মুখে এনো না। আমি সব বুঝে নিয়েছি। অর্থাৎ কি—না শীঘ্র তোমাকে দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা হবে—এই তো ?"

"যা বল্লে দাদা। কিন্তু কী নিমকহারাম এই মানুষগুলো !" —লাল-ঝুটি নেড়ে মোরগ বল্‌ল ; "কিন্তু আমি কি ঠিক করেছি

জান ? মর্‌তে যখন হবেই, তখন চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে আত্ম-হত্যাই করি !”

—“আরে ছিঃ ! তা’ কেন কর্‌তে যাবে গো ! বরং যদি আমাদের দলে ভিড়্‌তে রাজী হও, তবে বল। আমরা এক খাসা বুদ্ধি বের করেছি।”

“রাজী, আলবৎ রাজী !”—ব’লে, লাল-ঝুঁটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

—“আচ্ছা তবে বলি শোন—এই, আমি হ’লাম গিয়ে গায়েন-বংশের গাধা। গলা-সাধা আমার দিব্যি অভ্যেস আছে দাদা ! তা’ গলাটি তো তোমারও বেশ ঝালাই আছে। তুমি আমাদের সাথে এস তো, সহরে গিয়ে একটা কনসার্ট পার্টি খোলা যায়।”

“এক্ষুণি, এক্ষুণি”—লাল-ঝুঁটির তখনই চীৎকার ক’রে একবার গলা ভাঁজ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমানের মত চুপিসারে দলে ভিড়ে গোলাবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

আবার চার প্রাণী গুটিসুটি পথ চল্‌তে থাকে।

ইতিমধ্যে রাতের আঁধার চারদিকে জমাট বেঁধেছে। বিজন পথ—ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এত রাত্রে পথ চলা দায়। তখন দলের গোদা গর্দ্দভচন্দ্র বল্‌ল—“ভাই সব ! এই অন্ধকারের মধ্যে অচেনা পথে চলাফেরা করা বুদ্ধিমানের

কাজ নয়। বরং এস, এই রাতের মত কোথাও বিশ্রাম করা যাক্ এবার।”

চার বন্ধুতে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পরামর্শমত গায়েন-বংশের গাধা, আর হ্যাংলা কুকুর গাছের নীচে গুঁড়ির ফাঁকে শোবার জায়গা ক'রে নিল। ভিজা বিড়াল গাছের একটা উঁচু ডালে উঠে পড়্‌ল। আর লাল-ঝুঁটি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে চ'ড়ে বস্‌ল—গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালটিতে।.........

হেঁটে হেঁটে সকলেই বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তার উপর ভাবনা-চিন্তায় মাথাও ভারী হ'য়ে আছে। ক্ষিদের জ্বালায় সবারই পেট চোঁ-চোঁ কর্‌ছে—সেই দুপুর থেকে এ পর্য্যন্ত কারও পেটে কিছু পড়ে নি।

এদিকে, ব্যস্তবাগীশ লাল-ঝুঁটি মশাইর তো সহজে চোখে ঘুম ব'লে কোনও পদার্থেরই খোঁজ নেই! সব চেয়ে উঁচু ডালে উঠে, চারদিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতেই—

—হঠাৎ দেখে—

দূরে মাঠের মধ্যে অন্ধকারের বুক চিরে একটা আলোর রেখা উপরে উঠেছে। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, চীৎকার ক'রে লাল-ঝুঁটি বল্‌ল—“ও ভাই গাধা! আরে ঐ যে হোথা মাঠের মধ্যে একটা আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি—ই—ঈ।”

"এ্যাঁ" গর্দ্দভচন্দ্রের কান খাড়া হ'ল; বল্‌ল—"তাই নাকি! কদ্দূর? তা' হ'লে নিশ্চয়ই ওখানে মানুষের আস্তানাও আছে। আমি জানি ওরা ছাড়া আর কেউ আলো ব্যবহার করে না—"

"আর তা' হ'লে ওখানে খাবারও জুটবে—নিশ্চয়" আড়া-মোড়া দিয়ে উঠে হ্যাংলা কুকুর বল্‌ল—"আমি দেখেছি, ওরা কখনও না খেয়ে থাকে না।" বল্‌তেই হ্যাংলা কুকুরের জিব্‌ সজল হ'য়ে উঠ্‌ল—"তা হ'লে তো ভালই হয়। আহা—দু'খানা কচি-কাঁচা হাড়গোড় পেলে যে বেঁচে যাই দাদা—"

তখনি ঠিক হ'ল, মাঠের মধ্যে ঐ আলোকের সন্ধানে ওরা সবাই যাবে। ওরা যত সাম্‌নে এগোয়, আলোটা ততই স্পষ্ট হ'য়ে নজরে পড়ে। যেতে যেতে সাম্‌নে গিয়ে দেখে—

—মস্ত বড় একটা পাকাবাড়ী!—

তারই মধ্যে যেন কিসের হল্লা চলেছে। আলোর রেখাটা তারই মধ্য হ'তে আস্‌ছিল।

চার বন্ধুর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা আর মাতব্বর হ'ল গর্দ্দভচন্দ্র। তাই সে-ই আগে গিয়ে, জান্‌লার ফাঁকে উঁকি মেরে ব্যাপারটা কি দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

"অত ক'রে কি দেখ্‌ছ দাদা! ব'লেই ফেল না ব্যাপারটা কি?"—হ্যাংলা কুকুর অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

—"এঁ্যা,—কি দেখ্ছি! হ্যাঁ, এই—দেখ্ছি—যা, তা' তাজ্জব বটে!—"

—"কি দেখ্ছ?"

—"দেখ্ছি ম—স্ত বড় টেবিলে ভর্ত্তি যত রাজ্যের রকমারি খাবার। আর ঝক্‌ঝকে কাচের গেলাসে ভর্ত্তি যত রঙের রকমারি সরবৎ—আর—"

"আর থাক্ দাদা"—লাল-ঝুঁটির 'তর' সয় না; বল্‌ল—"ও-ই ঢের, দাদা।"

"কিন্তু"—গর্দ্দভচন্দ্রের স্বরটা বড় বেজার-বেজার! পরক্ষণেই গর্দ্দভচন্দ্র বল্‌ল—"কিন্তু কথা হচ্ছে কি—এটা বোধ হচ্ছে যেন কোন ডাকাতের আড্ডা। ওদের না তাড়াতে পার্‌লে, আর কাণাকড়িও জুট্‌ছে না।"

"তাই নাকি?"—একসঙ্গে তিন প্রাণী বিস্ময়ের সুরে ব'লে উঠ্ল।

—তবু—

গায়েন-বংশের গাধা, হ্যাংলা কুকুর, ভিজা বিড়াল আর লাল-ঝুঁটিতে মিলে সেই অন্ধকারের মধ্যেই—ফ্যাস্ ফ্যাস্ শলা-পরামর্শ সুরু হ'ল—কি ক'রে ডাকাত বেটাদের ভাগানো যায়!

অনেক চিন্তার পর তা'রা যে মতলব স্থির কর্‌ল, তা' অভিনব এবং বিচিত্র—তা'তে সন্দেহ নেই। ডাকাতদের

নজরে পড়ে এমন কোনও কিছু বিঘ্ন না ঘটাতে পার্‌লে তা'রা কখনও ভয় পাবে না। অতএব ঐ জানালা-পথেই যা' হোক্‌ একটা কিছু ব্যবস্থা কর্‌তেই হবে। তাদের পরামর্শ-সভায় ঠিক হ'ল—প্রথমে গর্দ্দভচন্দ্র সাম্‌নেকার ছু'পায়ে জানালার মেঝেয় ভর দিয়ে দাঁড়াবে; তার পিঠের উপর হ্যাংলা কুকুর গ্যাট্‌ হ'য়ে বস্‌বে; তার ঘাড়ের উপর সাম্‌নের ছুই পা আর লেজের কাছাকাছি জায়গায় পেছনের ছুই পা রেখে দাঁড়াবে ভিজা বিড়াল। আর সকলের উপরে হবে স্বয়ং লাল-ঝুঁটির অধিষ্ঠান!

—তারপর?—

তারপর যা হবে তা কোনও কালে 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি'—চার গায়েনের সমবেত সুরে অভিনব ঐক্যতান! এর চেয়ে বিজ্ঞ পরামর্শ আর কি-ই বা হ'তে পারে? সহরে গিয়ে তা'রা অদূর ভবিষ্যতে **রাসভ এণ্ড কোং** নামে যে পার্টি খুল্‌বে, এই সুযোগে অমনি তারও একটা রিহার্সল হ'য়ে যাবে। মন্দ কি!

যাহোক। এর পর নষ্ট কর্‌বার মত সময় নেই। এদিকে ঘরের ভিতর ডাকাতেরা তখন সবেমাত্র ব'সে খাবারের থালার দিকে হাত বাড়িয়েছে—

এমন সময় সেই চতুর্মূর্ত্তি 'রাসভ এণ্ড কোং'র অভিনব

'রাসভ এণ্ড কোং'র অভিনব ঐক্যতান

ঐক্যতান হঠাৎ অন্ধকার ভেদ ক'রে চারদিক কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

একসঙ্গে—

গর্দ্দভের ——"ব্যাঁ—অ্যাঁ—ব্যাঁ—অ্যাঁ"

কুকুরের ——"কেঁ—উঁ—কেঁ—উঁ"

বিড়ালের——"ম্যাঁ—ওঁ—ম্যাঁ—ওঁ"

আর মোরগের——"কঁ—কোঁ-র্‌—কোঁ"

উঁচু নীচু পর্দ্দায় মিশে যে সুর-বাহারের সৃষ্টি কর্‌ল তার তুলনা হয় না!—

বলা বাহুল্য, হঠাৎ এই উৎকট ঐক্যতান শ্রবণে ডাকাতদের উদ্যত হাতগুলো মধ্যপথেই থেমে গেল। খাবার গেল চুলোয়! আতঙ্কে অস্থির হ'য়ে 'চাঁচা আপন বাঁচা'—যে যেদিকে পার্‌ল প্রাণভয়ে চোঁচা দৌড়! সাজানো চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব তেমনই প'ড়ে রইল।

দৌড়—দৌড়—দৌড়! আজও দৌড়! কালও দৌড়! পাক্কা ত্‌'মাইল পথ ছুটে, সহরের বড় রাস্তায় পা দিয়ে তবে বেচারারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! বাপ্‌রে বাপ! এমন আজব ব্যাপার ডাকাত তো ডাকাত—ডাকাতদের ঠাকুর্দ্দার জন্মেও শোনা যায় নি।—

এদিকে—

পথ পরিষ্কার দেখে চার বন্ধু মাটিতে নেমে গুটি গুটি ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল এবং তারপর যা হ'ল, তা' বোধ হয় আর না

বল্‌লেও চলে। রাশি রাশি খাবার খেয়ে চার বন্ধুর পেট ফুলে ত ঢোল! একেবারে যাকে বলে—'নট্‌ নড়ন-চড়ন' অবস্থা।

...   .

বলা বাহুল্য, ডাকাতেরা আর তারপর ওবাড়ীমুখো হ'তে সাহস পায় নি—দিনদুপুরেও না। "রাসভ এণ্ড কোং" সেই পরম আরামদায়ক ঘর-বাড়ী পেয়ে সহরে যাওয়ার কথা স্রেফ্‌ ভুলে গেল।

তবে, এর পরও, কনসার্ট পার্টি গ'ড়ে তা'রা কারও বিয়েতে ব্যাণ্ড বাজিয়ে 'রুটি উপার্জ্জন' কর্‌বার মতলবে আছে কিনা, সে দুঃসংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ছড়ি-ভাই

ভুলুবাবু নাম যার, বুঝিতেই পারো
পদে পদে ভুল তার—ছয় তিন বারো !
সাদাসিধা ; মনভোলা, চলে গুটিসুটি,
পাড়াভরা ছেলে বুড়া হেসে লুটিপুটি !
পা'য়ে দেবে জুতো ভেবে মাথে দেয় টুপী—
নসীরাম নাম যার—তারে ডাকে "গুপী" !
খেতে হ'লে যায় ভুলে যেথা পায়খানা,
ঘোড়ারে কচুরী দিয়ে নিজে খায় দানা !
যাবে কোথা ইস্কুল্ !—বই নিয়ে হাতে,
বরাবর উঠে গিয়ে নতুদের ছাতে !
চাকরেরা 'ধর ধর'—সবে আসে তেড়ে,
ছপহরে চুপিসারে ছাদে ওঠে কে রে !
ভুলু কয়—হেঁট মাথা—প'ড়ে গিয়ে ফাঁদে,
এ্যাঁ—এ্যাঁ—ইস্কুল্ পথ ভুলে এনু এ'ছাদে !!
এই মত সব কাজে—কত বলি ভাই !
হেসে হেসে দম ফাটে—তবু শেষ নাই !

হাসির দেশ

সব চেয়ে সেরা মজা—গত রবিবার
হয়েছিল যে ব্যাপার—শোন তা এবার !

প্রতিদিন বৈকালে, ছড়ি নিয়ে হাতে,
বাবুর বেড়ানো চাই সকলের সাথে।
পাছে পাছে সদা তার—সকাল বিকাল,
একটি চাকর চাহি রাখিতে সামাল!
ঘুরে' এসে ছড়ি রেখে দালানের কোণে,
চেয়ারে বসিয়া নিতি পড়ে একমনে।
(পড়ে যা' তা' সেই জানে—পরীক্ষা-আগারে
'উদো'টার পিণ্ডি দেয় 'বুদো'টার ঘাড়ে !)

—কিন্তু—

রবিবার—হায় ! হায় !—ভেবে হেসে মরি—
যে কাজ করিল "ভুলু" ছু'য়ে ভুল করি' !
ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে ছড়িখানি ধ'রে
সযতনে বসাইল চেয়ারের 'পরে।

তারপর ?—
গুটিসুটি হেঁটে গিয়ে বেশ—
দাঁড়ালো ঘরের কোণে পিঠে দিয়ে ঠেস্।

কিছু পরে সেই ঘরে বেড়ানোর শেষে,
বাবা তার বরাবর ঢুকিলেন এসে।
চেয়ে দেখে চেয়ারেতে কেউ নেই একি !
"ভুলো কই !—ছড়ি তার প'ড়ে আছে দেখি !"
"ভুলো কই !"—
ডাক শুনে সবে আসে ছুটি'
মা ও মাসী, ভাই বোন—রেণু, বীণু, পুঁটি।
খোঁজ্ খোঁজ্—কই গেল !—হাঁকডাকে সারা
গরম হইয়া উঠে বোসেদের পাড়া।
লণ্ঠন কা'রো হাতে, কা'রো হাতে লাঠি,
আনাচ্-কানাচ্ খোঁজে—খোঁজে সারা বাটী।
হায় ! হায় ! কোন ঠাঁই কোন খোঁজ নাই,
মায় কাঁদে, বোনে কাঁদে—কাঁদে বাপ, ভাই।
হেনকালে—
ওপাড়ার সর্দ্দার 'নেড়া'
—লিক্‌লিকে হাত-পাও—বয়াটের সেরা—
ঘরে ঢুকে ছড়ি দেখে চেয়ারের ধার,
মনে মনে হেসে ভাবে—বুঝেছি ব্যাপার।
বলে হেঁকে ভায়ে ডেকে—"কুছ্ পরা নেই—
ভুলো ছোড়া ছড়ি তার রাখে কোন্ ঠাঁই ?

ব'লে দে তা' চট্‌পট্—কেন মরা খুঁজে ?
আমি তারে ধ'রে দিই দুই চোখ বুজে'।"
শুনে সবে বলে তবে—"আল্‌নার পাছে
ওইখানে লোহা দিয়ে র‍্যাক্ মারা আছে।"
তাই শুনে 'নেড়া' গুণে—'এক্—দো—তন্'
ব'লে ওঠে—"ঐ হেথা ঝুলে বাছাধন !"
সবে তবে আলো নিয়ে দেখে গিয়ে ঠিক্—
দেয়ালের কোণ ঘেঁসে দাঁড়ায়ে মাণিক্ !!
চোখ বুজে হাত গুঁজে—হেঁট ক'রে ঘাড়,
সোজা পিঠ টান্-টান্—ছড়ি-অবতার !!

তারপর ?

বকাবকি, হাসাহাসি-দম্‌ফাটা ভাই !
সেদিন কাহারো চোখে ঘুম বসে নাই।
পরদিন পাড়াময় রটিলে সংবাদ,
ভুলুর ভুলের দায়ে ঘটিল প্রমাদ।
ছেলে-বুড়ো যেই দেখে—সেই ধরে কান,
"বেড়ে বেড়ে ছড়ি-ভাই"—ব'লে মারে টান।
বেয়াকুব্—ভুলু চুপ্ !—বলার কি আছে !
বোস্-পাড়া ছেড়ে তবে বেচারী সে বাঁচে।

সেয়ানে-সেয়ানে

—১—

এক সওদাগর।

তাঁর ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, মান-সম্মান—কোন কিছুরই অভাব ছিল না। দুঃখও তাঁর কিছু থাক্‌ত না—যদি তাঁর একমাত্র ছেলে—সে-ও জন্মান্ধ না হ'ত।

দুঃখ ব'লে দুঃখ! এ দুঃখ রাখ্‌বার যে ঠাঁই নেই। কত যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-তপ ক'রে তবে ঐ একটি ছেলে যদি বা হ'ল—সে-ও কিনা জন্মান্ধ!—এত যে ঐশ্বর্য্য, এত যে সম্পত্তি—এ সবই বুঝি ব্যর্থ হয়। দিন-রাত্রি সওদাগরের ঐ এক ভাবনা। পাঁচটি নয়, সাতটি নয়—তাঁর সবেধন নীলমণি—

কিন্তু ভেবে ভেবে আর কি হবে? মনের দুঃখ মনেই জমা হ'য়ে থাকে।

দিন যায়; দিন কারও জন্য ব'সে থাকে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সওদাগর বুড়ো হ'লেন। অন্ধ ছেলেরও বয়েস বাড়্‌ল। দিব্যি বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ—হাত, পা, নাক, মুখ—সবই তার নিখুঁত, নিটোল। ঠিক যেন রাজপুত্রটি! কিন্তু—

দেহের সব চেয়ে সেরা যা—চোখ—সেই চোখ দু'টিই একেবারে অন্ধ।

তবু—একমাত্র ছেলে; বয়েস হ'তেই সওদাগরের ইচ্ছে হ'ল—ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু ইচ্ছে হ'লেই ত আর হয় না! ঐ জন্মান্ধ ছেলেকে কে মেয়ে দেবে? অঢেল্ টাকা-পয়সা, অজস্র যৌতুকের লোভেও কোন মেয়ের বাবাই অন্ধ ছেলেকে জামাই কর্‌তে রাজী হয় না। অগত্যা—

সওদাগর একদিন কুলপুরোহিত গোকুল শর্ম্মাকে ডেকে পাঠালেন এবং সব ব্যাপার তার কাছে খুলে ব'লে, তার পরামর্শ চাইলেন।

এখন, গোকুল ঠাকুর ছিল বেজায় সেয়ানা। দেখ্‌তে যেমন্ বিট্‌কেল—কাজেও তেমনি। পিঠ-যোড়া তার ই—য়া বড় একটা কুঁজ। সওদাগরের প্রস্তাব শুনে গোকুল বল্লে—"আচ্ছা, এ আর বিশেষ কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি আপনার ছেলের জন্য এক পরমাসুন্দরী কন্যা এনে দিচ্ছি। কিন্তু, এ কাজ তো সহজে হবে না। আপনার ছেলে জন্মান্ধ, সে খবর এ তল্লাটে ছেলে-বুড়ো সবাই জানে। তাই, মেয়ে খুঁজ্‌তে আমাকে যেতে হবে এ রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে —দূরে—বহু দূরে। অতএব, এজন্য আমাকে আগাম অন্ততঃ একটি হাজার টাকা না দিলে চল্‌বে না। আর—আর যদি

আপনার ছেলের সঙ্গে তেমনি সুন্দরী কন্যার বিয়ে জুটিয়ে দিতে পারি, তবে কিন্তু দান-সামগ্রীর অর্দ্ধেক আমার।"

গোকুলের চোখে-মুখে এক নূতন ফন্দীর ছাপ ফুটে উঠ্‌ল।

বামুনের বায়না শুনে, রাগে, দুঃখে সওদাগরের গা রি-রি কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু 'ঝোপ্ বুঝে কোপ্'! তিনি সহজেই নিজকে সাম্‌লে নিয়ে, মুখে শুক্‌নো হাসি টেনে বল্লেন—"তা' বৈ কি!—কিন্তু একটি কথা, বিয়ের কনে আপনাকে এই মাসের মধ্যেই জুটিয়ে দিতে হবে কিন্তু।"

"আল্‌বৎ" ব'লে গোকুল একবার পৈতেটা ডান হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রে একটু হাস্‌লে।—

সওদাগরের সিন্দুক থেকে এক হাজার ঝক্‌ঝকে রূপার চাক্‌তি গোকুল শর্ম্মার টিনের বাক্সে গিয়ে জমা হ'ল।

—২—

এ দেশ থেকে ও দেশ,—ও দেশ থেকে সে দেশ,—এমনি ক'রে গোকুল শর্ম্মা চলেছে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জল-জঙ্গল এড়িয়ে, পাহাড়-পর্ব্বত পেরিয়ে—সাত দিনের দিন গোকুল এসে পড়্‌ল—দূরে—বহু দূরে এক রাজ্যে। সে রাজ্য এত দূরে যে, সওদাগরের একমাত্র জন্মান্ধ ছেলের খবর সে দেশের কাকপ্রাণীটিও জানে না।

সেই দেশে গিয়ে গোকুল ঠাকুর 'ভোল্' ফিরিয়ে নিলে। গাঁ থেকে গাঁ—সহর থেকে সহর—পঞ্চমুখে গোকুল সেই সওদাগরের ছেলের গুণগান ক'রে বেড়াতে লাগ্ল—অন্ধ ছেলের জন্যে একটি রূপবতী কন্যার খোঁজে। সে বল্লে—"দেশ-গাঁয়ে এমন সুন্দর ছেলের উপযুক্ত কনে মেলে না, তাই—সওদাগর আমাকে বিদেশে পাঠিয়েছেন—একটি মনের মত মেয়ের খোঁজে।"

ঘুর্তে—ঘুর্তে—ঘুর্তে একদিন দুপুরে ঘটকচূড়ামণি এসে পৌঁছালেন সহরের এক সেরা বণিকের বাড়ী। বণিকের মেয়েটি যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। গোকুলের পঞ্চমুখ প্রশংসায় বণিকের মন ভুল্ল। মেয়ের কোষ্ঠী দেখে ছেলের কোষ্ঠী মিলিয়ে—"এ একেবারে রাজ-যোটক—মণি-কাঞ্চন-সংযোগ!" —ব'লে বরকন্যার প্রশংসায় গোকুল ঘটক ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্ল।

বণিক্ রাজী হ'লেন। সমস্ত দেনা-পাওনার কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে, কিছু আগাম বিদায়-আদায় ক'রে, কুঁজ উঁচিয়ে গোকুল শর্ম্মা দেশের দিকে রওনা হ'ল।

গোকুলের মুখে বণিকের মেয়ের রূপ-গুণের বর্ণনা শুনে সওদাগর যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কোথায় ছেলে 'আইবুড়ো' থেকে যায়—তা' না, একেবারে সাত রাজার ধন এক মাণিক!—

বিয়ের দিন স্থির হ'ল। দুইপক্ষেই খুব ধুমধামে বিয়ের

আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌ল। একটি মাত্র ছেলে—সওদাগর আর কোনও দিকে ত্রুটি রাখ্‌তে রাজী ন'ন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুভদিন উপস্থিত হ'ল। প্রকাণ্ড চৌদোল্ সাজিয়ে, তাইতে সওদাগরের ছেলেকে বসিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, উলু আর শাঁখের ফুঁ দিয়ে, আলোতে, বাজীতে সারা সহর সরগরম ক'রে বরকে রওনা ক'রে দেওয়া হ'ল।

দেশ-রাজ্য পেরিয়ে এড়িয়ে, সাত দিনের দিন সেই বিরাট্ বরযাত্রীর দল এসে পৌঁছাল—এক প্রকাণ্ড ফটক-ওয়ালা বাড়ীর সাম্‌নে। কনের বাড়ীর জাঁকজমক, ঐশ্বর্য্য—এক নিমেষে বরযাত্রীর আলো-বাজীর চাকৃচিক্যের বহরে ম্লান হ'য়ে গেল।

এদিকে, পাড়াপড়শী এয়োস্ত্রীরা দৈ, খৈ, ফুল-চন্দন নিয়ে বর বরণ কর্‌তে এসেছে। দূর থেকে তা'রা দেখ্‌তে পেল—বরের চৌদোলের মধ্যে ছুই চোখে পটি বাঁধা, ব'সে—এক যুবাপুরুষ! —ব্যাপার কি?

আরও কাছে এগিয়ে আস্‌তে-না-আস্‌তেই "হাঁ-হাঁ" ক'রে, কুঁজ্ উঁচিয়ে, ঘটকঠাকুর গোকুল শর্ম্মা তাদের সকলকে বাধা দিল—"দূরে থেক'—দূরে থেক'। হুঁসিয়ার! কেউ কাছে এস না।—বরের চৌদোল্ কেউ ভুলেও ছুঁয়েছ কি সর্ব্বনাশ!"

আর সর্ব্বনাশ! এতক্ষণে কি ছোঁয়া বাকী আছে? যা হোক্, ঘটকঠাকুরের হুম্‌কিতে হঠাৎ থতমত খেয়ে মেয়েরা দূরে থেকেই যে যার কর্ত্তব্য শেষ ক'রে স্ত্রী-আচার রক্ষা করল। তার পর চোখে-মুখে কৌতুক নিয়ে মেয়ের দল ঘরে গেল।

দূরে থেকেই স্ত্রী-আচার রক্ষা করল

কিন্তু মেয়েদের ফাঁকি দেওয়া সোজা হ'লেও পুরুষেরা গোকুলকে ছেঁকে ধরল—"বরের চোখের পটি না খুল্‌লে এ বিয়ে হ'তে দেওয়া হবে না।"

বেগতিক দেখে চতুর গোকুল হেসে বল্লে—"তা, ওর জন্যে এত ব্যস্ততা কি? রওনা হবার ঠিক আগে-ভাগে চোখে কি

পড়্ল ; তাই কব্রেজ মশাই আরক দিয়ে পটি বেঁধে দিলেন বৈ ত নয় ! এদিকে সব তৈরী,—এত আয়োজন সব পণ্ড হবে, তাই না ঐ নিয়েই রওনা হ'য়ে আসা। নইলে আমাদেরই কি গরজ!—তা' এ ত বিশেষ কিছুই নয়, কব্রেজ মশাই ব'লেই দিয়েছেন, বিয়ের দু'দিন পরেই পটি খুল্লে হবে'খন।"

অগত্যা "বরাত !" ব'লে কর্ত্তারা গোকুলের কথায়ই সায় দিলেন। সেই রাত্রে সেই পটি-বাঁধা বরের সঙ্গেই বণিক্-কন্যার শুভ-বিবাহ মহাসমারোহে সমাধা হ'ল। কিন্তু মেয়েদের মুখ যে বেজার—সেই বেজার। এদিকে দানসামগ্রীর বহর দেখে গোকুল শর্ম্মার ত আর 'তর' সইছে না !

বিদায়ের দিন কর্ত্তারা সবাই ধ'রে বস্লেন—"বরের চোখের পটি খুলে তবে কনে-বিদায়।—না হ'লে—"

গোকুল দেখ্লে বেগতিক। এইবার তার শেষ কোপ্। সেয়ানের সহজে মার নেই। গোকুল মুখটা বিমর্ষ ক'রে বল্লে—"বেশ ! তা' আমি পটি এখনই খুলে দিচ্ছি, তবে আমার যেন ভয় হচ্ছে—"

সবাই উদগ্রীব হ'য়ে ঝুঁকে পড়্ল। খুব সন্তর্পণে পটির বাঁধন খুলেই—

"আঃ—হা" ব'লে গোকুল শর্ম্মা ভীষণ চীৎকার ক'রে, কপালে চোখ তুলে, নিজের বুকে—দে এক চড়্। "য়্যা ভেবেছি

তা-ই ! নিশ্চয়ই এয়োদের কেউ না কেউ তখন চৌদোল ছুঁয়েছে—নিশ্চয়ই। হায়! হায়! হায়! এখন উপায়? সওদাগর যে আমায় আস্ত রাখ্‌বে না গো! এমন সোনার বরণ রাজপুত্রের মত তার ছেলে—তার কিনা বিয়ে কর্‌তে এসে চোখ দু'টিই নষ্ট হ'ল!"—এই ভাবে গোকুল পাগলের মত যা-ইচ্ছে-তাই ব'লে মেয়েদের উদ্দেশে শাপ দিতে লাগ্‌ল।

কর্ত্তারা তা'কে যতই বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর্‌তে চান, গোকুলের রাগ ততই চড়ে। কে কার কথা শোনে? এর শোধ যদি সে না তোলে ত কী!—

"হাত নয়, পা নয়, মাথা নয়—সব চেয়ে সেরা যে চোখ—তাই কিনা খোয়া! এর জন্যে তোমাদের ভুগ্‌তে হবে—ভুগ্‌তে হবে—নিশ্চয়ই ভুগ্‌তে হবে—" বল্‌তে বল্‌তে গোকুলের নাক-মুখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে পৈতেটা বুঝি ছিঁড়ে যায়, পিঠের উপর কুঁজের গম্বুজটাও বুঝি লোপাট্‌ হয়!

এদিকে গোকুলের সঙ্গে এক নতুন ব্যবস্থা হওয়ায় সওদাগরের পুত্র দিব্যি চুপ্‌চাপ্‌! শুধু তার দু'টি অন্ধ চোখের কোণ বেয়ে অঝোরে জল ঝর্‌ছে।

তখন কনে-পক্ষের কর্ত্তারা বেজায় রেগে গিয়ে মেয়েদের খুব নিন্দে কর্‌তে লাগ্‌লেন—"সব তা'তেই ওদের গরজ বেশী।

কেন রে বাপু! বামুন যখন এত ক'রে বারণ কর্‌ছিল—না হয় না-ই ছুঁতিস্! দেখ তো কী গেরো!"

কিন্তু এ সবে ভবী ভুল্‌বার নয়। সেয়ানা গোকুল ঘটক "এই নিয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল লড়্‌ব" ব'লে শাসাতে লাগ্‌ল।

অগত্যা, কনের বাবা বাধ্য হ'য়ে বরপণ দুনো ক'রে দিলেন; তা' ছাড়া মেয়ে-পুরুষ—আত্মীয়-স্বজন—যার যতদূর সাধ্য—টাকা, পয়সা, অলঙ্কার ইত্যাদি বর-কনেকে উপহার দিলে—তবে সেই বিট্‌লে বামুন শান্ত হ'ল।

বিষণ্ণতার মধ্যে বর-কনে বিদায় হ'ল।

—৪—

খানিক দূরে গিয়ে—বরযাত্রীদের সাথে সমারোহ ক'রে কনে-বৌকে আগে আগে পাঠিয়ে, গোকুল শর্ম্মা সওদাগরের ছেলেকে নিয়ে আলাদা পাল্‌কীতে পেছনে পেছনে চল্‌ল,—হাঁড়িভরা সোনা-দানা, মণি-মাণিক অবশ্য সবই তাদের সঙ্গে।

যায়—যায়—যায়—যেতে যেতে পথে এক তেপান্তর মাঠ; তারই বুকে এক বিরাট বটগাছ। সেই বটগাছের ছায়ায় পাল্‌কী নামিয়ে, বেহারাদের ছুটি দিয়ে গোকুল শর্ম্মা সওদাগরের ছেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে তার পাওনা-গণ্ডার কথাটা পাড়্‌ল; জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কেমন রাজী তো?"

সওদাগরের ছেলে খুশী-মনেই বল্লে—"হাঁ, রাজী বৈ কি।"

তখন সেয়ানা গোকুল শর্ম্মা কর্‌লে কি?—না, সেই হাঁড়ি থেকে সমস্ত সোনা-রূপা-মোহর-মাণিক ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভুঁয়ে ঢাল্‌ল। তার পর মাঠের মধ্যে বেছে একটা বেশ উঁচু-নীচু জায়গা ঠিক ক'রে সেইখানে দুই ভাগে সেই সোনা-রূপার রাশ সাজাল। এখন, জমির যে দিকটা উঁচু সেটা অল্প জিনিসেই যেন ভ'রে উঠ্‌ল, যেটা নীচু সেটা ভর্‌তে তেমনি অনেক বেশী জিনিসের দরকার হ'ল।

"এইবার তোমার ভাগ বুঝে নাও। এখানে সমান দু'ভাগ রয়েছে; তোমার যে ভাগ ইচ্ছে বেছে নাও, বাকীটা আমার।"—এই ব'লে, গোকুল ঘটক সেই উঁচু জমির রাশটার উপর সওদাগরের ছেলের ডান হাতটা ধ'রে ছুঁইয়ে দিলে।

কিন্তু সয়তানীতে সওদাগরের ছেলেও কম যান না। সন্দেহ হ'তেই সে বেশ ক'রে বুঝে, বাঁ দিকের ভাগটাই পছন্দ কর্‌ল।

গোকুল দেখে বেগতিক! "আরে, না—না! বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে, ফের গুণে ঠিক ভাগ ক'রে নিচ্ছি!"—এই ব'লে সেখান থেকে সব তুলে আরও খানিক দূরে গিয়ে আবার ঠিক তেমনি কায়দায় দু'টি ভাগ কর্‌ল। তার পর সওদাগরের ছেলের বাঁ হাতখানি উঁচু জমির ভাগে ছুঁইয়ে দিয়ে বল্লে—"নাও, এবার ঠিক হয়েছে। বেছে নাও ত কোন্‌টা নেবে?"

কিন্তু সেয়ান সওদাগরের ছেলে ঠিক বুঝে এবারও ডান হাতের দিকের নীচু জমির বেশী ভাগই চাইল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে গোকুলের গা জ্বলে উঠ্‌ল। "যার

দিল এক ঘুঁষি……চোখের উপর

জন্যে করি চুরি—" ব'লে, ঝোঁক সাম্‌লাতে না পেরে ধাঁ ক'রে দিল এক ঘুষি—সওদাগরের ছেলেব পটি-বাঁধা চোখের উপর।

অমনি—

কী আশ্চর্য্য! পট্‌ ক'রে চোখের পটি খুলে যেতেই সওদাগরের ছেলের একজোড়া ড্যাব্‌ডেবে ডাগর চোখ বিট্‌লে বামুনের কুঁৎকুঁতে দুটি চোখের উপর পড়্‌ল!

ব্যাপারটা দেখেই—গোকুল শর্ম্মা কাছা-কোঁচা খুলে দে দৌড়!—দৌড়! দৌড়!! দৌড়!!!

—তবু সওদাগরের ছেলের সাথে ও বুড়ো দৌড়ে পারবে কেন? চোখের আলো ফিরে পেয়ে যোয়ান্ ছেলের জোর যেন আরও দশগুণ বেড়ে গেছে। খানিক দূর যেতে-না-যেতেই—'খপ্' ক'রে বামুনকে না ধ'রে—দে এক কীল—তার সেই কুঁজো পিঠের উপরই।

অমনি—

কী আশ্চর্য্য! ঝুপ্ ক'রে বামুনের পিঠ-যোড়া কুঁজের পিণ্ডিটা প'ড়ে গেল একদম্ ভুঁয়ে!

তখনই সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, মুখ ফিরিয়ে গোকুল ঠাকুর হেসে ফেল্লে—সত্যি, প্রাণখোলা সরল হাসি! পৈতেটা দিয়ে সওদাগরের ছেলের ডান হাতে জড়িয়ে পরম খুশীতে বল্লে—"আর থাক্ ভাই, এবার থেকে আমরা পরস্পর বন্ধু হ'লাম। আমি যেমন ঘুষির চোটে তোমার চোখ ফুটিয়েছি—তুমিও তেমনি কীলের চোটে আমার কুঁজ ছুটিয়েছ।"

এই ব'লে সেই জন্ম-কুঁজো আর জন্ম-অন্ধে যা কোলাকুলি—তা' যদি একবার দেখ্তে!

তার পর? তোমরাই বল—

"ব্রু—উ—উ—স্!"

শ্রীমান্   গঙ্গা-গোবিন্ গাংগুলি,
খেল্‌তে গিয়ে ডাংগুলি—
হোঁচট্ খেয়ে কপালে,
এক্কেবারে চালান হ'লো—
সদর হাস্‌পাতালে।
বরাবর   পাড়াগাঁতেই বাস—
(তাই) গণ্ডী-ঘেরা বন্দি-ঘরে মন করে হাঁস-ফাঁস্।
সব কথাতেই আইন-মানা
উঠ্‌তে শু'তে শাসন-হানা!—
কী-ই বা এমন রোগ্!
অলক্ষুণে ডাংগুলিটার জন্যে হত ভোগ!
বার্লী, সাবু, মিছ্‌রি—এতে হায়!
পেটুকরামের পেট্‌টি পোরাই দায়।
গঙ্গা ভাবে—"কবে
হায় রে সেদিন হবে,
এ দুর্ভোগের পরে—
(যেদিন) আগের মতই রোজ দু'বেলা—
ভাত খাবো পেট ভ'রে!"

এমন সময়— "ক্রু—উ—উ—স্ !"—
হঠাৎ হ'তে হুঁস্—
(উঠে') ভর দিয়ে' তুই হাতে,
গঙ্গা দেখে, তারি ঘরের ঠিক্ লাগা ফুট্‌পাতে,
চল্‌ছে এঁকে বেঁকে—
বুরুশ-ওলা আপন মনে একটানা সুর হেঁকে।
আজব এ কল্‌কেতা !—
নিত্যি পথে হেথা
লক্ষ রকম খাবার নিয়ে' লক্ষ ফিরি-আলা
লক্ষ সুরে কর্ণ-যুগল কর্‌ছে ঝালাপালা।
ক্ষুধার জ্বালা গঙ্গা তখন আর সহিতে নারে ;
পেটে-পিঠে হাড় হয়েছে এক্‌সা একেবারে !
(তাই) লজ্জা ছেড়ে'
গলা ঝেড়ে'
ডাক্‌লো জোরে—"বুরুশ-ওলা ! এস তো এই দিকে !"
ভাঙ্গা গলা ! (হায় বেচারা !—পেটমরা চাম্‌চিকে !)
যেম্‌নি শোনা ডাক,
পেরিয়ে পথের বাঁক,
বুরুশ-ওলা—সেই সড়কে ফের,
জান্‌লা-মুখে দাঁড়ায় এসে গঙ্গা-গোবিনের !

"বুরুশ বাবু!" বল্‌তে—গোবিন্
পকেট্ থেকে পয়সা দু'তিন্
বের ক'রে না এনে'—
শুক্‌নো ঠোঁটে একটুখানি খুশীর হাসি টেনে'—

দুই গালে পোঁছ্ লাগিয়ে দিল ঠুসে'

ব'লে ফেল্‌লো অকপট—
"তিন পয়সার 'বুরুশ' বাপু, দাও দিকি চট্‌পট্!"
"জুত্তি কাঁহা?" হাঁকৃতে মুচী,
গঙ্গা ভাবে—'বাঙ্গলা কথা খোট্টা ব্যাটা
বুঝ্‌তে নারে বুঝি!'

(তাই) ভাঙ্গা গালে হাত বুলিয়ে—(ইসারাতে !)
বুঝিয়ে দিলে তারে,
কী দুর্দ্দশা হয়েছে তার, এই ক'দিনের এক-নাগাড়ে
অসুখ-অনাহারে !

... ...

পয়সা ফেলে' থলের মুখে গঙ্গা পাতে হাত—
বরাত ভালো ! তাই তো হ'লো মুচীর বাজী মাৎ !
একটুখানি 'কোব্‌রা' কালি—তাই মেখে' বেশ ক্রশে
গাঙ্গুলী-পো'র দুই গালে পোঁছ্‌ লাগিয়ে দিল ঠুসে' !

উল্টো রাজার দেশ

সওদাগর শ্রীমন্ত সাহু মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে একমাত্র পুত্র শ্রীকান্তকে কাছে ডেকে বল্লেন—"বাবা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। ডাক্তার-বদ্যি হতাশ হ'য়ে জবাব দিয়ে গেল; এইবার শেষ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় আছি। তুমি উপযুক্ত হয়েছ, ব্যবসায়-বুদ্ধিও তোমার যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেছে; সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত—কিন্তু"—অসহ্য দুর্ব্বলতার চাপে বৃদ্ধ সওদাগরের স্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

—"কিন্তু মর্‌বার আগে একটি বিষয়ে আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই।"

—"কি বিষয়, বাবা?"—অধীর আগ্রহে শ্রীকান্ত পিতার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে।

—"হ্যাঁ দেখ, আমার মৃত্যুর পরে এই বিরাট কারবারের ভার পড়্‌বে তোমারই উপর। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের নানা দিক-দেশে তোমাকেই যেতে হবে; কিন্তু—" নিঃশ্বাস নেবার জন্যে বৃদ্ধ আর একবার থেমে' যান।

—"কিন্তু কি বাবা?"—অধীর আগ্রহে শ্রীকান্ত পিতার মুখের উপর আরও একটু ঝুঁকে পড়ে।

—"কিন্তু আর যে কোন' দেশেই যাও-না কেন, ভুলেও যেন কখনও গুজরাটে যেও না। কারণ, উল্টো রাজার দেশ ঐ গুজরাট! ওখানকার মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই বিদেশীদের বেকুব বানিয়ে—তাদের ঘাড় ভেঙ্গে পয়সা আদায় কর্‌তে ওস্তাদ।—দেখো বাবা, খুব সাবধান।" এই ব'লে বৃদ্ধ শ্রীমন্ত সস্নেহ অনুযোগের দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন।

—"আপনি নিশ্চিন্ত হো'ন বাবা! আমি কথা দিলাম।" সাগ্রহ দৃষ্টিতে পিতার মুমূর্ষু চোখে চোখ রেখে শ্রীকান্ত বল্লে—"আমার দ্বারা আপনার এই অন্তিম আদেশের এতটুকু অমর্য্যাদা হবে না জান্‌বেন।"

সজল-চোখে মৃত্যু-পথ-যাত্রী পিতার মুখের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত তাকিয়ে থাকে। সুদীর্ঘ জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি বণিকের বক্ষপঞ্জর ভেদ ক'রে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

তারপর প্রায় একটি বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে শ্রীকান্ত কারবার এমন ফাঁপিয়ে তুলেছে যে, প্রতিদিন দশ-বারখানা জাহাজ শুধু তারই তাগিদে দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসা করে।

কারবার গুছিয়ে নিয়ে শ্রীকান্ত যখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, তখন তার খেয়াল হ'ল, সে নিজে বিদেশভ্রমণে যাবে। পিতার শেষ নিষেধটি বার বার তার মনে জাগে; ভাব্‌লে,

তাই ত! এত দেশ থাক্‌তে বাবা বিশেষ ক'রে গুজরাটের সম্পর্কেই এতটা সাবধান ক'রে গেলেন কেন?—সেখানের লোকগুলো কি সত্যিই ঠগ?—কিন্তু দুনিয়ার কাছে ঠক্‌বার মত বয়েস তো তার কবেই উত্তীর্ণ হয়েছে! এত বড় কারবার যার ইঙ্গিতে চল্‌ছে তা'কে ঠকাবে এমন লোকও দুনিয়ায় আছে?—

শ্রীকান্ত মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করে—সে যাবে—গুজরাটেই যাবে। তারপর একদিন চারখানি সুসজ্জিত জাহাজ সঙ্গে নিয়ে শ্রীকান্ত অসীম সমুদ্রের বুকে অজানার ইঙ্গিতে বেরিয়ে পড়ে।

ঠিক চারদিনের দিন যে দেশে এসে শ্রীকান্তের জাহাজ ভিড়্‌ল, খবর নিয়ে শ্রীকান্ত জান্‌তে পেল সেই দেশেরই নাম গুজরাট।—এই গুজরাট! শ্রীকান্ত অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে! কৈ এখানে তো তেমন অসাধারণ কিছুই চোখে পড়্‌ছে না! সেই নদী, সেই রাস্তা, তেমনি লোকজন, চালচলন—যেমনটি তার নিজের দেশে ঠিক তেমনটিই তো সব।—শ্রীকান্ত যতই দেখে ততই তার পিতার উপদেশের অভাবনীয়ত্ব বেশী ক'রে তার মনে জাগে!—সত্যই গুজরাটের কূলে এসে জাহাজ না পৌঁছা পর্য্যন্ত কত রসস্থময়ই না তার মনে হচ্ছিল—এই গুজরাট দেশ!

টাকাপয়সা সঙ্গে ক'রে শ্রীকান্ত চারদিকে অবাক্ হ'য়ে তাকাতে তাকাতে জাহাজ থেকে একাই তীরে নেমে পড়্‌ল।

তার হাতে তার বড় সাধের ছোট্ট তীর-ধনুকটি। শিকার করাই তার একটি মাত্র সখ—তাই প্রিয় তীর-ধনুকটি সর্ব্বদাই থাকে তার হাতে হাতে।

খানিক দূর এগোতেই শ্রীকান্ত দেখ্‌তে পেলে নদীর তীরে দশ-বারজন ধোপা কাপড় কাচ্‌ছে।—হঠাৎ শ্রীকান্তের নজরে পড়্‌ল একটা বক। একপাশে অতি সন্তর্পণে ওৎ পেতে মাছ ধর্‌ছে। অমনি শ্রীকান্তের ছোট্ট ধনুকটি থেকে একটা বাণ বেরিয়ে এসে বক বেচারার দফা নিকাশ ক'রে দিলে। ঠিক এমনই সময়ে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌ল, যার জন্য শ্রীকান্ত একটুও প্রস্তুত ছিল না।······

—"ওরে! কী সর্ব্বনাশ হ'ল রে! আমার বাবাকে কে মেরে ফেল্লে রে!" ব'লে, হাতের কাপড় ছেড়ে, একটা ধোপা ভীষণ চীৎকার সুরু ক'রে দিলে। শব্দ শুনে' আর যত সব ধোপা এসে সেখানটায় জড় হ'ল। ধোপাদের ভীড়ের মধ্যে বেচারা শ্রীকান্ত হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—"বাবা! এই তোমার বাবা?—সে কি? তুমি হ'লে গিয়ে মানুষ, আর এটা হ'ল······"

—"ওঃ, কী নিষ্ঠুর তুমি! আমার জলজ্যান্ত বাপকে বাণ মেরে তুমি মেরে ফেল্লে গো!" এই ব'লে, ধোপা তার চীৎকারের পর্দ্দাটা পঞ্চম থেকে সপ্তমে তুলে দিলে।

বেগতিক দেখে শ্রীকান্ত বল্লে—"বেশ্ তো ব্যাপার! একটা বক হবে কিনা মানুষের বাপ!"

কিন্তু শ্রীকান্তের কোন যুক্তিতর্কই কাজে লাগ্‌ল না। যারা তার চারদিকে ভীড় করেছিল তা'রাই যত্ন ক'রে ধোপার সাথে তা'কেও ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে চল্‌ল বিচারের জন্য। শ্রীকান্ত ভাব্‌লে, যাক্ রাজার কাছে বোধহয় সুবিচার মিল্‌বে—লোকটা যেমন আহাম্মক, তার উপযুক্ত শাস্তি হবে'খন।

... ...

রাজার দরবারে উপস্থিত হ'য়ে ধোপা তার নালিশ নিবেদন কর্‌লে—"মহারাজ! এই দেখুন আমার বাবা বকের রূপ ধ'রে —কি ক'রে কাপড় কেচে ধব্‌ধবে সাদা কর্‌তে হয়, আমাকে তাই দেখাচ্ছিলেন; এমন সময়ে, এই বিদেশী লোকটা তাঁকে মেরে ফেলেছে"—বল্‌তে বল্‌তে ধোপার সে-কী কান্না!

—"হুঁ, তোমার কী জবাব?" জলদী-গম্ভীর স্বরে উল্টো মহারাজ প্রশ্ন করেন। ধোপার নিবেদন শুনে' শ্রীকান্ত এমন অবাক্ হ'য়ে গেল যে, রাজার প্রশ্নের উত্তরে তার মুখ দিয়ে আর 'রা' বেরোয় না। বেটা বলে কী! কিন্তু চুপ ক'রে থাকা মানেই দোষ স্বীকার করা! অতএব—

রাজার হুকুমে নদীর ঘাটে বাঁধা সুসজ্জিত চারখানি জাহাজের একখানি শ্রীকান্তকে হারাতে হ'ল। ক্ষতিপূরণ-

স্বরূপ অমন একখানি সুন্দর জাহাজ পেয়ে ধোপা তো আহ্লাদে আটখানা!

বেজার মুখে রাজ-দরবার থেকে বাইরে এসে রাস্তায় পা দিতেই, শ্রীকান্তের সাথে দেখা হ'ল একটি একচোখো কাণা, বেঁটে লোকের সাথে। শ্রীকান্তের জামার ঝুলটা খপ্ ক'রে ধ'রে লোকটা অতি পরিচিতের মত বল্লে—"হ্যাঁ দেখো, তোমার বাবার কাছে আমার এই ডান চোখটা বন্ধক রেখে' দু'হাজার টাকা কর্জ্জ করেছিলাম; সে আজ অনেক দিনের কথা। কথা ছিল যে, সুদশুদ্ধ সমস্ত টাকা পরিশোধ করতে পারলেই আমার চোখটি সে ফিরিয়ে দেবে। তা' এই নাও সবশুদ্ধ তিন হাজার টাকা তোমায় দিচ্ছি। বাছা, আমার চোখটি তুমি ফিরিয়ে দাও।" এই ব'লে একটি টাকার থলি সে শ্রীকান্তের সামনে ধরলে।

লোকটার এই অদ্ভুত বায়না শুনে শ্রীকান্তের তো মাথা ঘুরে গেল। জীবনে এমন অদ্ভুত কথা সে এই প্রথম শুনল। 'এও কি সম্ভব নাকি? চোখ বাঁধা রেখে…' অবাক্ বিস্ময়ে শ্রীকান্ত লোকটার মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

—"বলি হ্যাঁগা, তোমার মতলবটা কি শুনি? সুদশুদ্ধ সমস্ত টাকা দিয়েও আমার চোখটি ফিরে পাব না নাকি?" ব'লেই লোকটা আরো জোরে চীৎকার ক'রে উঠল।

ইতিমধ্যে ওদের দু'জনকে ঐ অবস্থায় দেখে রাস্তায় দিব্যি

এই ডান চোখটা বন্ধক রেখে'...কর্জ্জ করেছিলাম

ভীড় জমে' গেছে। বেঁটে লোকটার কথা শুনে' সবাই তার

দুঃখে সহানুভূতি দেখাতে লাগ্‌ল। তারপর তা'রা যত্ন ক'রে, কাণা লোকটার সাথে শ্রীকান্তকে ধ'রে নিয়ে রাজার কাছে গেল নালিশ কর্‌তে।

রাজ-দরবারে গিয়ে কাণা লোকটা নালিশ নিবেদন কর্‌লে —"মহারাজ! এই লোকটির বাবা আমার ডান চোখটা জামীন রেখে আমাকে দু'হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। কথা ছিল, সুদশুদ্ধ ধার শোধ কর্‌লেই তার ছেলে আমার চোখটি ফিরিয়ে দেবে। আমি সুদশুদ্ধ সমস্ত টাকা ফেরৎ দিচ্ছি, কিন্তু এ আমার চোখ ফিরিয়ে দিচ্ছে না।" ব'লেই লোকটা ভেউ-ভেউ ক'রে কান্না সুরু কর্‌লে।

—"হুঁ, তোমার কি জবাব?" জলদ-গম্ভীর স্বরে উল্টো মহারাজ প্রশ্ন করেন।

বেঁটে লোকটার নিবেদন শুনে' শ্রীকান্ত এমন অবাক্ হ'য়ে গেল যে, রাজার প্রশ্নের উত্তরে তার মুখ দিয়ে আর কথাই বেরোয় না। বলে কি! কিন্তু চুপ ক'রে থাকা মানেই দোষ স্বীকার করা! অতএব——

রাজার হুকুমে সুসজ্জিত তিনখানি জাহাজের একখানি শ্রীকান্তকে হারাতে হ'ল। ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এমন সুন্দর জাহাজ পেয়ে কাণা লোকটা তো আহ্লাদে আটখানা!

—"ভাল বিচার রে বাবা!" এইবার শ্রীকান্ত তার বাবার

নিষেধের মর্ম্ম কতকটা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে। শ্রীকান্ত মনে মনে স্থির কর্‌লে—না, এখানে আর থাকা নয়। পিতার অন্তিম আদেশ অমান্য করার জন্য এইবার শ্রীকান্তের মনে দারুণ অনুতাপ জাগে। ঘাট থেকে বাকী জাহাজের নোঙ্গর তুল্‌তে পার্‌লে সে বাঁচে।......

মনে মনে স্থির সঙ্কল্প ক'রে শ্রীকান্ত হন্‌-হন্‌ ক'রে বরাবর নদীর পথে চল্‌ছিল—হঠাৎ পেছনে একটি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেয়ে তা'কে দাঁড়াতে হ'ল।

পেছন ফিরে শ্রীকান্ত দেখে স্ত্রীলোকটি আলুথালু বেশে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তারই অনুসরণ কর্‌ছে, আর বল্‌ছে—"ওগো বিদেশী পথিক! দাঁড়াও, দাঁড়াও! একটিবার আমার নিবেদনটি শুনে' তারপর যা তোমার রুচি তাই ক'রো—"

ব্যাপার কি? অগত্যা ভদ্রতার অনুরোধে শ্রীকান্তকে দাঁড়াতেই হয়।

স্ত্রীলোকটি কাছে এসে হাত-পা নেড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে—"তোমার বাবা সে'বার এদেশে এসে আমাকে বিয়ে কর্‌লেন। দেশে ফিরে যাবার সময় ব'লে গেলেন, গিয়ে তাঁর ছেলের হাতে আমার জন্য দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবেন। আমি অর আশায় আশায় এতকাল দিন গুণেছি। এবার তুমি এসে আমাকে ফাঁকি দিয়েই বাড়ী চ'লে যাচ্ছ কোন্‌ মুখে?

আগে আমার দশ হাজার টাকা দাও, তারপর বাড়ী যেতে পাবে, নইলে নয়।" এই ব'লে স্ত্রীলোকটি শ্রীকান্তের সাম্‌নে এসে তার পথ আট্‌কে দাঁড়ালে।

শ্রীকান্ত দেখ্‌লে বেজায় বেগতিক। ইতিমধ্যে সোরগোল শুনে' রাজ্যের লোক রাস্তায় জমেছে। সবারই মুখে এক কথা—"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী কেলেঙ্কারী!" তারপর তা'রা সবাই যত্ন ক'রে তাদের দু'জনাকেই ধ'রে বরাবর রাজার কাছে নিয়ে গেল নালিশ কর্‌তে।

রাজ-দরবারে হাজির হ'য়ে স্ত্রীলোকটি তার নালিশ জানালে —"মহারাজ! এর বাবা আমাকে বিয়ে করেছিলেন। বাড়ী যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন যে, নিজের ছেলের হাতে আমার জন্য দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এই দেখুন লোকটা আমাকে টাকা না দিয়েই বাড়ী যেতে চাচ্ছে!" এই ব'লে, স্ত্রীলোকটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু ক'রে দিল।

—"হুঁ, তোমার কী জবাব?" জলদ-গম্ভীর স্বরে উল্টো মহারাজ প্রশ্ন করেন।

স্ত্রীলোকটির নিবেদন শুনে' শ্রীকান্ত এমন অবাক্‌ হ'য়ে যায় যে, রাজার প্রশ্নের উত্তরে তার মুখে আর 'রা' বেরোয় না। কিন্তু চুপ ক'রে থাকা মানেই দোষ স্বীকার করা! অতএব—

রাজার হুকুমে নদীর ঘাটে বাঁধা সুসজ্জিত দুইখানি

জাহাজের একখানি শ্রীকান্তকে হারাতে হয়। ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অমন সুন্দর একটি জাহাজ পেয়ে স্ত্রীলোকটি তো আহ্লাদে আটখানা!

চারখানি 'জাহাজের আর একখানি মাত্র হাতে আছে। শ্রীকান্ত নাকালের একশেষ হ'য়ে এবার প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—আর এক মুহূর্ত্তও সে এদেশে থাক্‌বে না। এদেশের হাওয়ায়ও বুজরুকী আছে। অবিলম্বে জাহাজের নোঙ্গর তুলে তবে অন্য কাজ।......

একদিনের দৌড়াদৌড়িতে তার শরীরের যা হাল হয়েছে তা' বল্‌বার নয়। মনের বিরক্তি ভাব তার চোখে মুখে কালো রেখায় ফুটে উঠেছে।

জাহাজে উঠ্‌বার আগে শ্রীকান্তের খেয়াল হ'ল—একটা নাপিত ডেকে ভাল ক'রে কামিয়ে স্নানটা সেরে রওনা হবে। নদীর পথেই একটা নাপিত পেয়ে শ্রীকান্ত তা'কে ডাক্‌লে। মজুরীর কথা সুধোতে শ্রীকান্ত হেসে বল্লে—"আরে! তার জন্যে ভাবনা কি? যাতে তুমি খুশী হও তাই দেব'খন।" "বহুৎ আচ্ছা"—ব'লে, নাপিত তার খুর-কাঁচি বের কর্‌লে!

কাজ শেষ ক'রে নাপিত তার সাম্‌নে হাত পাত্‌লে। তা'কে পাঁচ টাকা দিয়ে শ্রীকান্ত হাসিমুখে তার দিকে এমনভাবে তাকালে, যেন—এতে খুশী না হ'য়ে নাপিতের পো-র উপায় নেই।

কিন্তু কথায় বলে 'নাপিতের ষোল চোঙা বুদ্ধি!' "উঁ হুঁ হুঁ, ওতে আমি মোটেই খুশী হচ্ছিনে, মশাই"—মাথা নেড়ে নাপিত বল্লে; "আমাকে আপনি খুশী ক'রে, তবে রেহাই পাবেন।" এই ব'লে নাপিত তার হাত ধ'রে রীতিমত টানাটানি স্বরু ক'রে দিলে।

শ্রীকান্ত বেগতিক দেখে তখন আরও পাঁচটি টাকা তার হাতে দিলে; কিন্তু নাপিতের কিছুতেই মন ওঠে না। গোলমাল শুনে' চারদিক থেকে অনেক লোক এসে সেখানে ভীড় করেছে। সবাই পরামর্শ ক'রে তাদের দু'জনকেই ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে গেল নালিশ করতে।

রাজ-দরবারে হাজির হ'য়ে নাপিত তার নালিশ নিবেদন করলে—"মহারাজ! এই লোকটা আমাকে খুশী ক'রে দেবে ব'লেছে। কিন্তু দেখুন, ও কিছুতেই আমাকে খুশী ক'রে দিচ্ছে না!"

"হুঁ, তোমার কী জবাব?" জলদ-গম্ভীর স্বরে উল্টো মহারাজ প্রশ্ন করেন।

বারংবার নাকাল হ'য়ে শ্রীকান্ত দমে' গিয়েছিল। এবার নাপিতের নিবেদন শুনে' সে এমন অবাক্ হ'ল যে, রাজার প্রশ্নের উত্তরে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরোয় না। কিন্তু চুপ ক'রে থাকা মানেই দোষ স্বীকার করা! অতএব—

রাজার হুকুমে তার শেষ সম্বল—একটি মাত্র জাহাজ—তাও শ্রীকান্তকে হারাতে হ'ল। ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অমন একখানি সুন্দর জাহাজ পেয়ে নাপিত তো আহ্লাদে আটখানা!

বেচারা শ্রীকান্তকে এইবার সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে সত্যিই পথে দাঁড়াতে হ'ল। নিঃসম্বল অবস্থায় দূর বিদেশে সে যে কী কর্‌বে তাই ভেবে স্থির কর্‌তে পারে না। হাতে আর তার একটি কপর্দ্দকও নেই—ওদিকে জাহাজ ক'খানিও বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেছে।

নদীর চড়ায় ব'সে ব'সে সে ভাব্‌তে থাকে, কিন্তু আর সে কূল-কিনারা পায় না।……

এমন সময়ে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ো। নদীর চড়ায় একটা লোককে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে থাক্‌তে দেখে বুড়োর মনে দয়া হ'ল। কাছে গিয়ে সে বল্লে—"বাছা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি ভিন্‌-দেশী। বলি, তোমার কী হয়েছে? কোনও বিপাকে পড়েছ কি? বল না, দেখি আমি যদি তোমার কোন উপকার কর্‌তে পারি।"

বুড়োর কথা শুনে' শ্রীকান্তের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। এই ঠগের দেশেও এমন কথা শোনা যায়! এখানেও কি কেউ পরের জন্য ভাবে! বুড়োর দরদ-ভরা কথা শুনে' শ্রীকান্তের মন গ'লে গেল। তার মনের সমস্ত চাপা দুঃখের

কাহিনী সে উজাড় ক'রে বুড়োর কাছে নিবেদন করলে। দু'টি চোখ বেয়ে তার অঝোরে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

—"আচ্ছা বাছা, তুমি দুঃখ ক'রো না। তোমার জাহাজ যাতে ফিরে পাও আমি তোমাকে সেই পরামর্শই দিচ্ছি। আমার কথামত কাজ করলে তুমি সবই ফিরে পাবে। হ্যাঁ; কিন্তু একটি কথা—জাহাজ ফিরে পেয়েই আর একটি মুহূর্ত্তও যেন এদেশে বাস ক'রো না, বাপু! সোজা বাড়ীর পানে রওনা হ'য়ো।"

"আলবৎ"—শ্রীকান্ত আগ্রহে ব'লে উঠল; "এ কথা আবার বলতে! আমি জাহাজ ফিরে পেয়ে আর একদণ্ডও এখানে থাকছি নে।"

তখন সেই বুড়ো শ্রীকান্তের কানে কানে কি যেন মন্ত্র ব'লে দিলে। শ্রীকান্তের সারা মুখ খুশীর হাসিতে ভ'রে উঠল। সে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালে বরাবর রাজবাড়ীর পথে।

... ...

রাজ-দরবারে উপস্থিত হ'তে তার বেশী দেরী হ'ল না। দরবারে হাজির হ'য়ে যথারীতি কুর্ণিশ করতে করতে শ্রীকান্ত চীৎকার ক'রে বল্লে—"বিচার চাই মহারাজ! বিচার! আমি বিদেশী, আপনার দরবারে সাচ্চা বিচারের আশায় ছুটে এসেছি।"

“আলবৎ!”—মহারাজ বল্লেন; “তুমি যুক্তি দেখাতে পার্‌লে অবশ্যই সুবিচার পাবে।”

—“জানি মহারাজ, জানি ব’লেই তো আমি আজ এখানে উপস্থিত হ’য়েছি।”

শ্রীকান্তের তোষামোদে মহারাজের বিপুল ভুঁড়িটি খুশীর দোলায় দুলে’ ওঠে।

“আচ্ছা ব’লে যাও—কি তোমার দাবী?”—সহানুভূতির স্বরে উল্টো মহারাজ প্রশ্ন করেন।

—“মহারাজ! আমি বিদেশী। এখানে এসে একে একে রাজ-সরকারে আমার চারখানি জাহাজ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যারা আমার নামে নালিশ করেছে, সর্ব্বাগ্রে আমি দরবারে তাদের হাজিরা প্রার্থনা কর্‌ছি।”

“তাই হোক্” ব’লে মহারাজ কোটালকে ইঙ্গিত কর্‌লেন। কোটালের আদেশে তখন পেয়াদারা একে একে সেই ধোপা, কাণা, স্ত্রীলোক, আর নাপিতকে রাজ-দরবারে হাজির কর্‌লে।

শ্রীকান্ত বল্লে—“মহারাজ! এবার আমি এদের নালিশের জবাব একে একে দেবার অনুমতি চাই।”

মহারাজের হুকুম পেয়ে শ্রীকান্ত সুরু কর্‌লে—“মহারাজ! ধোপার নালিশের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমার পরলোকগত পিতা মাছের রূপ ধ’রে জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে

আমার জাহাজের গতি নির্দ্দেশ কচ্ছিলেন, এমন সময় এই ধোপার বকরূপী বাবা তাঁ'কে খপ্ ক'রে ধ'রে খেয়ে ফেলে। আমি পিতৃবধের প্রতিশোধ নিতে তা'কে মার্‌তে বাধ্য হয়েছি।"

"এ্যাঁ! তাই নাকি? তবে তো ঠিকই করেছ"—মহারাজ কোটালকে ডেকে হুকুম দেন যেন অবিলম্বে ধোপার কাছ থেকে জাহাজ এনে শ্রীকান্তকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।...

তারপর শ্রীকান্ত বল্লে—"মহারাজ! কাণার নালিশের বিরুদ্ধে আমার জবাব এই যে, আমার বাবা চোখ বাঁধা রেখে টাকা ধার দিতেন একথা সত্যি, এবং আমার বাড়ীতে অমনি শত শত বন্ধকী চোখ জমা রয়েছে একথাও সত্যি। কিন্তু তার কোন্‌টা যে এই বেঁটে লোকটার তাই আমি বুঝতে পার্‌ছি নে। যদি এই লোকটা ওর অপর চোখটা উপ্‌ড়ে' আমার কাছে দিতে পারে, তবেই আমি তার জুড়ী চোখটা ফিরিয়ে এনে দিতে পারি।"

—"আরে! তা তো বটেই! হুঁম্—কোটাল! অবিলম্বে এই বেঁটে লোকটাকে ধ'রে ওর অপর চোখটা উপ্‌ড়ে' নিয়ে এর কাছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হো'ক্।"

রাজার হুকুম শুনে' কাণা বেচারার মুখখানি ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। লোকটা কেঁদে বল্লে—"মহারাজ! আমি আর ও চোখ চাই নে। ওটার দাবী আমি না হয় ছেড়েই দিচ্ছি।"

"উঁ হুঁ—শুধু দাবী ছাড়্‌লে চল্‌বে না।"—মহারাজ বল্লেন ; "এখানে সুবিচার হবে—তুমি যে টাকা ধার নিয়েছিলে, চোখ উপ্‌ড়ে' না দিলে, জাহাজের সঙ্গে সেই দু' হাজার টাকাও এক্ষুনি ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

"যো হুকুম"—ব'লে কাণা লোকটি শ্রীকান্তকে জাহাজের

সঙ্গে সঙ্গে দুটি হাজার টাকা আক্কেল-সেলামী দিয়ে সে যাত্রা রেহাই পেল।...

তখন শ্রীকান্ত বল্লে—"মহারাজ! এই স্ত্রীলোকটির নালিশের বিরুদ্ধে আমার উত্তর এই যে, আমাদের নিয়মানুসারে

প্রত্যেক সতী স্ত্রীকে স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে হয়। আমার বাবা মারা গেছেন,—সুতরাং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর চিতায়ই পুড়ে মর্‌তে হবে। যদি তা'তে ইনি রাজী হ'ন তবে অবিলম্বে তার ব্যবস্থা হো'ক, আমি দাবীর দশ হাজার টাকা ওঁর আত্মীয়-স্বজনকে দান কর্‌তে রাজী আছি"—

"সে তো ঠিকই"—মহারাজ ব'লে উঠ্‌লেন।

তারপর রাজার হুকুমে পেয়াদারা স্ত্রীলোকটিকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এল। সে বেচারা কিন্তু মর্‌তে মোটেই রাজী নয়। কাজেই শ্রীকান্তের জাহাজখানি বাধ্য হ'য়ে তা'কে ফিরিয়ে দিতে হয়।

এবার শ্রীকান্ত পকেট থেকে একছড়া ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মালা বের ক'রে রাজার আদরের দুলাল রাজপুত্রের গলায় পরিয়ে দিলে। মুক্তোর মালা পেয়ে রাজপুত্রের মনে খুশী আর ধরে না। আনন্দের হাসিতে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজপুত্রের আনন্দ দেখে সবারই মন খুশীতে ভ'রে উঠ্‌ল। এইবার শ্রীকান্ত স্মিতমুখে একে একে সভাস্থ সকলের কাছে গিয়ে করযোড়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগ্‌ল—"কেমন, আপনি খুশী হয়েছেন কি না?"

"খুব!—খুব!" সবাই একবাক্যে শ্রীকান্তের বিবেচনার তারিফ কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন শ্রীকান্ত সেই নাপিতের সাম্‌নে

গিয়ে ঐ প্রশ্ন কর্‌তে, সেও আর এতটুকু ইতস্ততঃ না ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"খুব হয়েছি। আহা! কি সুন্দর মানিয়েছে! এতে খুশী হবে না এমন···"

—"শুনুন মহারাজ, এই লোকটা খুবই খুশী হয়েছে ব'লে নিজেই স্বীকার কচ্ছে। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে ওর আর কোন দাবী থাক্‌তে পারে না।"

"ঠিক্‌ই তো!"—ব'লে উল্টো মহারাজ কোটালকে ইঙ্গিত কর্‌লেন। কোটালের আদেশে শ্রীকান্তের চতুর্থ জাহাজখানিও তার হাতে ফিরে এল।······

সমস্ত জাহাজ ফিরে পেয়ে, মহারাজকে সেলাম জানিয়ে শ্রীকান্ত সোজা নদীর ঘাটের পথে পা বাড়ালে। পথে আর কারও সাথে সে কোন কথা বল্‌লে না বা কোন দিকে তাকালে না। একটি বার তার ইচ্ছা হ'ল সেই বুড়োর কাছে তার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়; কিন্তু চারদিক্‌ খুঁজেও শ্রীকান্ত একটি বার সেই বুড়োর সন্ধান পেলে না।···

আচ্ছা, সেই বুড়োটি কে?

শ্রীকান্তের কাছে তা' চির রহস্যই র'য়ে গেল; হয়তো আমাদের কাছেও।—

“জান্‌তাম যদি একটু গ্রামার—”

আদার-পাড়ার কেদার গোঁসাই ?
তার কথা আর বলিস্‌ নে ভাই !
ভা—রী চালিয়াৎ !
দুই চারি পাত্‌
ইংরেজী প’ড়ে
ইস্‌কুল্‌ তক্‌ রান্না-ঘরে—
হাটে, মাঠে, ঘাটে,
দেয়ালে, কপাটে—
‘ড্যাম্‌’ ‘ব্লাডি’ ‘ফুল্‌’—থুতুর মতন
কথায় কথায় ঝাড়েন বচন ! !

বিদ্যের দৌড় ?
জানি জানি থাম্‌ !
‘ম্যাঙ্গো’ যে আম—
তাও যে জানে না ! তারেও বলিস্‌
বিদ্বান্‌ ?—ঈস্‌ !

ফি বছরে ফেইল্ ! তবু টেনে' টেনে'
কোন মতে শেষে—উঠে ক্লাশ্ 'টেন'-এ
ছ' বছর ঘেঁটে
নাম নিল কেটে' !
'ম্যাট্রিক-ফেইল্'—তারই ত জাবর !
মার কাছে ফাঁকি মাসীর খবর ?
বিদ্বান্ নয়—বিদূষক বটে !
জানা গেছে ওর কত আছে ঘটে !

গেছি ত সেদিন আমাতে প্যারীতে
ফুট্‌বল খেলা—হল্‌দী-বাড়ীতে—
এক দিকে আছে এফ্—ডি—আই-
আর দিকে হ'লো সোদ্‌পুর ভাই।
সোদ্‌পুরী সব সাহেব খেলুড়ে !
বুটের বোঁটায় বল যাবে উড়ে'
ভেবেছিনু তাই—
কিন্তু রে ভাই—
এফ্—ডি—আই যে পার্‌বে এতটা
ভাবি নি স্বপ্নে ! যাক্‌গে, যতটা

হয়েছিল ভয়—
দেখ্‌লাম শেষে ততটা নয়।
তবু এক গোলে
হেরে গেল ব'লে
দুঃখিত সবে।

কেদার গোঁসাই—
এক্স্‌-ষ্টুডেণ্ট্‌ অফ্‌ এফ্‌—ডি—আই—
দাঁড়িয়ে যেথায় গোল-কীপার
কথায় কথায় সঙ্গেই তার
লাগ্‌ল ঝগড়া।
গোরা ফিরিঙ্গী—বেজায় মগ্‌রা—
ইংরেজী বোলে ছুটায়ে তুব্‌ড়ি
দিল গালাগাল ইব্‌ড়ি—তুব্‌ড়ি!
শুনে' ত কেদার রেগে মেগে লাল—
কী!—সবার সাম্‌নে ইংরেজী গাল!

এদিকে ভীষণ দেখিয়া ব্যাপার,
জুটে গেছে ছেলে হ'তে চারিধার।
'কালু' 'কামাখ্যা' 'টুনু' ও 'কানাই'
'পান্না' ও 'চুনী'—'অনিল' 'বলাই'।—

"সে কি কথা, দাদা, সঙ্গে তোমারি'
ইংরেজী ঠোঁসে—স্পর্দ্ধা ত ভারী!

দাও কেন ছেড়ে' ?
ষ্টক্ থেকে ঝেড়ে'
ফেলে দাও কিছু বাছাই বচন-
ইংরেজী ক'রে কয়, বাছাধন
বুঝুক এবার——"
কিন্তু কেদার—
চুপ্‌চাপ্ যেন নির্ব্বিকার!

যে যত ক্ষেপায়,
কিচ্ছুতে হায় !
কোন' দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।
দম্‌ভরা মুখে ফোঁসে ফোঁস্ ফোঁস্—
গুম্‌রে গুটায় মনে আফ্‌শোষ

কাঁপে থরথর—
চোখমুখ লাল—
কটমট্ করি চাহে ক্ষণকাল।
—হঠাৎ—
টেনে' আস্তিন, দাঁত কড়মড়
হুঙ্কার ছাড়ি' বলে গড়গড়—
"খুব বেঁচে গেল, গোরার বাচ্ছা,
বরাতটা ভালো। না হ'লে আচ্ছা
বোম্বাই চোটে—
পিঠে আর ঠোঁটে
এ—ক হ'য়ে যেতো ব্লাডি ও চামার
হেঁ—হেঁ—জান্‌তাম যদি···একটু···গ্রামার !"

আক্কেল-সেলামী

—১—

সাত ভাই—

ইয়া লম্বা চৌড়া—হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ—পা'র নখ থেকে মাথার টিকি পর্য্যন্ত সবই গোদা গোদা—প্র—কা—ণ্ড !

ঘর ঘট—একটুকু ! মগজ-ভরা খালি গোবর আর ছাই। লেখা-পড়া ?—অষ্টরম্ভা। তবে গুণের মধ্যে ভারি গো-বেচারা। সাত চড়ে 'রা' নেই।

একদিন—সাত ভাই সাত লাঠি কাঁধে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল—বিদেশ বেড়াবে ব'লে।

—২—

যায়—যায়—যায়—

সাতদিনের দিন সন্ধ্যার মুখে সাত ভাই এসে পৌঁছায়—তেপান্তরের মাঠের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বটগাছের কাছে। পৌঁছে—সবারই ইচ্ছা একটু জিরোয়। বড় ভাইয়ের মত নিয়ে—একে একে সবাই ব'সে পড়ে—সেই বটগাছের

ছায়ায়। যার যার লাঠি তার তার পাশে—যার যার পুট্‌লী তার তার কোলে।—

কতক্ষণ যায়—

—"এক্—দো—তিন্—, এক্—দো—তিন্—সে কি রে?"

—"কি রে?"

সব ছোট ভাইয়ের আঁৎকানিতে বড় ভাই জিজ্ঞেস করে।

"আ—রে! দেখ ত ভাই! আমরা সব ঠিক আছি কি না? মনে হচ্ছে একটা যেন হারিয়ে গেছি"—এই ব'লে সে আবার গুণ্‌তে লেগে যায়—"এক্—দো—তিন্—চার—পাঁচ—ছেঃ—এ্যাঃ!—সে কি—"

"ধ্যেৎ!"—ব'লে মেঝ' ভাই আঙ্গুল উঠিয়ে গুণে দেখে—"এক্—দো—তিন্—এ্যাঃ! তাই ত রে!"

একে একে তারপর মেঝ', সেজ', রাঙ্গা, সোনা—সবভাই গুণে' দেখে—

সববারেই—ঐ—ছ'এর বেশী আ—র হয় না।

"তাই ত!—তবে কি একটা হারিয়ে গেলাম!"—একসঙ্গে সবভাই আঁৎকে ওঠে।

তখন সবাই দাঁড়িয়ে উঠে, লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে এক এক ক'রে ভাইদের পিঠে ঘা মেরে মেরে গুণে দেখ্‌লে

(পাছে ভুল হ'য়ে যায়) এক্—দো—তিন্—চার—পাঁচ—ছেঃ—কিন্তু—

কী তাজ্জব !—যে—ই ছয় !—সে—ই ছয় !

ছ'এর বেশী একটিও নয় !

তবে ?

সাত্-তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে, সাত ভাই আঁতিপাঁতি চারদিকে খুঁজ্তে লেগে গেল—আর এক ভাই কোথায় গেল ? এক ভাইয়ের দুঃখে—আর ভাইদের চোখের জল দাড়ি বেয়ে ঝ'রে ঝ'রে বুক ভাসিয়ে দেয়। আহা !

এদিকে দুই ভাই—মেঝ' আর সেজ'—হারাণো ভাইয়ের খোঁজে এগোতে এগোতে গিয়ে পৌঁছাল—গাঁয়ের লাগা এক মাঠের মধ্যে। যেতে যেতে পথে দেখা—এক রাখালের সাথে।

এখন রাখালকে আস্তে দেখে যে যেদিকে ছিল—সবাই দৌড়ে এসে তারই পাশে জুট্‌ল।

রাখাল ত প্রথমটা সেই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে—সন্ধ্যা-বেলা—হাঁড়িমুখো সাত জোয়ানকে দেখে একটু ভড়্কেই গেল ! শেষে একটু সাম্‌লে সুধালে—"হ্যাঁ ভাইসব ! তোমাদের কী হয়েছে, বড় যে মুখ শুক্‌নো দেখ্ছি ?"—

তখন বড়, মেঝ', সেজ', সবভাই ছল্‌-ছল্‌চোখে একসঙ্গে তাদের দুঃখের খবরটা রাখালকে জানাতে চায়—

কিন্তু সব বড় ভাই আর সবাইকে ধমকে পেছনে ঠেলে এগিয়ে গিয়ে, বাঁ হাতে নাক মুছে, বিনিয়ে বিনিয়ে বল্লে—"আরে ভেইয়া! আমরা মায়ের পেটের সাত ভাই। বাড়ী থেকে একত্তরেই বেরিয়েছিলাম—বেড়াব ব'লে। তা' ও—ঐ—যে হোথা মাঠের মধ্যে বটগাছটা—ওরই তলা অবধি এসে, জিরুব

ব'লে বসেছি,—হঠাৎ গুণে দেখি—এক ভাই কখন পথে হারিয়ে গেছে—" এই বল্‌তেই, বড় ভাইয়ের সাথে সুর ক'রে আর ভাইরা—আঁ আঁ ক'রে একসঙ্গে কান্না সুরু করল।

এদিকে, রাখাল বড় ভাইয়ের কথা শুনে' আপন মনে গুণে দেখে—বুঃ—ঠিক্‌ সাতজনই ত আছে! তবে!—

রাখাল মুখ গম্ভীর ক'রে বল্লে—"আচ্ছা, তোমরা সব সা'র বেঁধে দাঁড়াও তো! তোমাদের হারাণো ভাইকে আমি খুঁজে দিচ্ছি'খন।"—এই ব'লে, সে নিজ হাতে সাত ভাইয়ের সাত গালে সাত চড় মেরে একে একে গুণে দেখালে—"এক, দো, তিন্, চার—পাঁচ, ছেঃ, সাত্—ব্যাস্—"

"সাবাস! সাবাস!"—ব'লে গালে হাত বুলোতে বুলোতে সাত ভাই এক সাথে রাখালকে তাদের প্রাণভরা ধন্যবাদ জানালে!

শুধু কি তাই?—

সব বড় ভাই সকলের সাথে পরামর্শ ক'রে, রাখালকে বল্লে—"ভেইয়া! তোমার এ উব্গার, আমরা জীবনে ভুল্ব না। এর জন্য দেবার মত আমাদের কিছু তো নেই। তবে তুমি যদি রাজী হও—একমাস আমরা সাতজনে তোমার জন্য খেটে দেব।"

"বহুৎ আচ্ছা।"—প্রস্তাব শুনে' রাখাল ত মহাখুশী। বিনি-পয়সায় অমন সাত-সাতটা দস্যি মজুর পেলে কে না খুশী হয়?

—৩—

সেদিন রাতে বেশ ক'রে খেয়ে' দেয়ে' সাত ভাই সাত চার্-পাই চেপে' খোলা উঠোনে প্রাণভ'রে খুব ঘুমিয়ে নিলে।

সকাল বেলা। সাত ভাই ত কাজের জন্য হাজির রাখালের কাছে। কিন্তু কী—কাজ দেওয়া যায়!—

এক থুথ্‌খুরে বুড়ীকে দেখিয়ে এক ভাইকে ডেকে রাখাল বল্লে—"হ্যাঁ দেখ, ইনি আমার মা। এঁর কিন্তু নড়ে' চড়ে' বস্‌বার শক্তিটুকু অবধি নেই। তুমি এঁকে দেখ্‌বে। এই আমি বাইরে কাজে বেরুচ্ছি—যতক্ষণ না ফিরি, এই খুঁটির কাছে থেকে সব দেখ্‌বে—ন'ড়ো না যেন—হুঁসিয়ার!"

আর এক ভাইকে ডেকে তার মোটাসোটা ছাগলগুলো দেখিয়ে বল্লে—"আর দেখ, তুমি এইগুলো নিয়ে পাহাড়তলীর মাঠে চরাও গে'—যাও। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার!—এর একটিও যেন বেয়াদবী না করে। আর—"

আর কা'কে যে কী কাজ দেবে রাখাল ভেবেই পায় না। সামান্য গেরস্থ, এমন কি-ই বা কাজ যার জন্য অমন সাত-সাতটা দস্যি চাকর লাগ্‌তে পারে!

শেষে নিজের মনে একটু ভেবে নিয়ে, রাখাল তাদের সবাইকে ডেকে বল্লে—"আচ্ছা, তোমরা আজ বরং বিশ্রাম কর—কাল তোমাদের কাজ দেব'খন।"

এই ব'লে মনের আনন্দে রাখাল সেদিনের জন্য একটু আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বে ভেবে সাত-তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌ল ও-পাড়ায়—তার বোনাইএর বাড়ীর পানে।

—৪—

এদিকে বেজায় গরম।

বেচারা বুড়ী নড়্‌তে চড়্‌তে পারে না—ঠায় ব'সে থাকে। যত রাজ্যের মাছি—মজা পেয়ে তা'কে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে।

এখন মেঝ' ভাই ভাব্‌লে—বুড়ীকে মাছির হাত থেকে বাঁচাতে বেশ বেগ পেতে হবে। তবু প্রথমে এক টুক্‌রো কাপড় দিয়ে লেগে গেল মাছি তাড়াতে। কিন্তু—কি পাজী ওই মাছিগুলো। যতই তাড়াও কিছুতেই পালাবার নামটি নেই। ভনর্‌-ভন্‌ ভনর্‌-ভন্‌—চল্‌ছেই অবিরাম। কাপড় ছেড়ে, একে একে ছাতা, লাঠি, ঝাঁটা—যা কিছু হাতের কাছে পায়, তাই দিয়ে মাছি তাড়াতে গিয়ে বেচারা গলদ্‌-ঘর্ম্ম! শেষটা রাগের চোটে, কাছে ছিল এক শিশি ফেনাইল—তাই ধ'রে জোর ক'রে বুড়ীর মুখ গলিয়ে দে সবটুকু উজাড় ক'রে! খেয়ে বুড়ী ত পড়ে কি মরে! দু' চোখ কপালে!—

—এমন সময়—

· ভাগ্যিস্‌ রাখাল এসে বাড়ীতে হাজির। মায়ের দশা দেখে বেচারার ত চক্ষু চড়ক-গাছ!

—"আরে বাপু, তুমি এ করেছ কি! তুমি যে আস্ত ডাকাত দেখ্‌ছি! এই তো হয়েছিল আর কি!—খুব হয়েছে—এখন সরো। নেও, তোমায় আর দেখ্‌তে হবে না।"

এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি কব্‌রেজকে ডাকবার জন্য আর ভাইদের খোঁজে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোথায় ? তা'রা সব ক'টা সেই যে বাইরে বেড়াতে চ'লে গেছে,

এক শিশি ফেনাইল···বুড়ীর মুখ গলিয়ে

আর এখনও ফের্‌বার নামটি নেই ! অগত্যা দিনভোর রাখাল নিজেই মাকে আগ্‌লে রইল।

—এদিকে—

সেজ' ভাই সে—ই সকালে ছাগলগুলো নিয়ে পাহাড়তলীর মাঠে গেছে চরাবে ব'লে। দুপুরবেলা—ক্ষুধা লেগেছে—তাই

পকেট থেকে চিড়ের পুঁট্‌লী খুলে' তাই থেকে মুঠো মুঠো চিড়ে মুখে পূরে' চিবুতে থাকে। ছাগলগুলোর কতক মাঠে চ'রে ঘাস খাচ্ছে, আর কতকগুলো গাছের ছায়ায় ব'সে ব'সে একবারের খাওয়া ঘাসগুলো উগ্‌রে আবার চিবোচ্ছে।

—এখন—

তাই দেখে সেজ' ভাইয়ের কী রাগ!

"কি? আমাকে ভ্যাংচানো? এ্যাঁ! দাঁড়াও শিখাচ্ছি—" ব'লে রাগের চোটে দিশেহারা হ'য়ে—হাতে ছিল লাঠি, তাই দিয়ে দুড়-দাড় এলোপাতাড়ি সবগুলোকে সে পিটুতে লাগ্‌ল।—বলে, "আমি কিনা ক্ষুধায় মরে' যাচ্ছি, আর বাবুরা ব'সে ব'সে মজাসে আমাকে ভেংচি কাট্‌ছে!"

মারের চোটে পাঁচ-ছ'টা ছাগল তো তক্ষুণি অক্কা! বাকী দশ-পনেরটারও কোনটার ঠ্যাং, কোনটার শিং—এঁকে বেঁকে একাকার!

সন্ধ্যার মুখে সেজ' ভাই সেই মরা, আধ-মরা আর জ্যান্ত ছাগল ক'টাকে নিয়ে নির্ব্বিকারভাবে ফিরে আস্‌ছে! তা' দেখেই রাখালের রাগে ও দুঃখে আর মুখ দিয়ে 'রা' বেরোয় না; ভাব্‌লে—'কী আহাম্মুকীই না করেছি—'

কিন্তু দুষ্‌বে কা'কে?

... ...

—৫—

পরদিন সকালবেলা বাকী পাঁচ ভাই রাখালকে সেলাম দিয়ে, দাড়ির ফাঁকে দাঁতের পাটি বের ক'রে—

আবার তেমনি কাজের জন্যে এসে হাজির !

রাখাল ত দেখেই তেলে আগুনে জ্বলে' উঠ্‌ল। একেবারে মারমুখো হ'য়ে বল্লে—"দূর ! দূর ! আকাট্ মুখ্যুর দল। তোদের উব্‌গার ক'রে কী ঝকমারি করেছি। এই নাকে খত দিচ্ছি বাপু ! আর তোদের বেগার খাটা চাই নে। খু—ব—আক্কেল হয়েছে। এখন ভালোয় ভালোয় ভেগে পড়ো—"

—অগত্যা—

সাত ভাই আর কি করে ? লাঠি পুটলী নিয়ে আবার তা'রা বেরিয়ে পড়ে—মাঠের পথে। কোথায় ? কে জানে !

তোমাদের কারু সাথে দেখা হ'লে কিন্তু হুঁসিয়ার !—বুঝ্‌লে তো ?

সম্প্রদানে পূর্ণিমা

আচ্ছা, বল তো সম্প্রদানে কোন্ বিভক্তি ?

পাণিনি থেকে প্রসন্নভারতী অবধি সকলেই এ বিষয়ে একসূত্র এবং তোমাদের মধ্যে যাদের সংস্কৃতের সামান্য জ্ঞান আছে, তাদেরও অবশ্য এ সাধারণ সূত্রটা কণ্ঠস্থ। কিন্তু তুমি, আমি, পাণিনি, প্রসন্নভারতী বল্লে হবে কি? আমাদের পালপাড়ার পদ্মিনী পুরুত সেদিন ওর যে একটা সম্পূর্ণ মৌলিক নূতন সূত্র বের করেছেন, তার তুলনা হয় না—'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। চিরাচরিত সংজ্ঞাটাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে সেবার পদ্মিনী পুরুত সহরজোড়া নাম কিনে ফেলেছিলেন। হ্যাঁ, সেই ঘটনাটাই আজ তোমাদের বল্‌ব।

দাদার বিয়ের তারিখটা স্থির হ'য়ে গেল একেবারে হঠাৎ। চাকুরী উপলক্ষে কাকাকে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। যখন যেখানে থাক্‌তেন তখনই সেখানে সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করা ওঁর একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এমনি খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হঠাৎ উত্তরবঙ্গের একটা ছোট্ট সহরে একটি মনোমত সুশ্রী মেয়ে সত্যই একবার তাঁর পছন্দ হ'য়ে গেল। হঠাৎ—একেবারে হঠাৎ, বলা নেই, কহা নেই, বরিশালে 'তার' এল—

'সুশীলের বিয়ে স্থির—সত্বর আয়োজন করুন।' কাকার ধারণা, ছেলের বিয়ে, ওর আর আয়োজনটাই বা কি ? যেন 'হুট্' ব'লে উঠে রওনা দিলেই হ'ল!—হ'লও কিন্তু তা-ই। চারদিকে 'তার' করা হ'লে আমাদের পরিবারের কম-সে-কম পঁচিশজন বরযাত্রী বাংলার বিভিন্ন সহর থেকে নির্দ্দিষ্ট তারিখে এসে উত্তরবঙ্গের সেই ছোট্ট সহরটায় হাজির!

সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি সব কিছুরই একরকম ব্যবস্থা হ'ল বটে, কিন্তু গোল বাঁধ্ল পুরুত নিয়ে। আমাদের ঘরের সব কাজে যাদের 'পাওনা' একচেটিয়া—সেই গাঙ্গুলীরা তখন কেউ নেই বাড়ীতে। কেউ গেছেন চাকুরী কর্তে, কেউ-বা হয়েছেন অন্যত্র বিয়েতে 'অল্রেডি এন্গেজ্ড্'। কাকার এই বিলেতী 'পাঙ্কচুয়ালিটি'র বহর তাদের একান্ত দেশী ধাতে সইবে কেন? অন্ততঃ পনের দিন আগে খবর না পেলে তাদের যে ঠাঁই নাড়াই দায়! অগত্যা অন্য কোন পুরুত জোটান' দরকার।

ছোটকাকা কব্রেজী করেন দিনাজপুরে। চক্কোত্তিবাড়ীর পদ্মিনী ঠাকুর চাকুরীর উমেদারীতে আজ মাসাবধি তাঁরই ওখানে অতিথি হ'য়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। প্রস্তাবটা কর্তেই তিনি 'টেম্পোরারী সার্ভিস্' হিসেবে এই লোভনীয় টোপটি গিল্তে রাজী হ'লেন। তবু একটু আম্তা-আম্তা ক'রে হেসে বল্লেন—"হেঁ—হেঁ—এই সংস্কৃতটা তেমন চর্চ্চা তো নেই; আজ

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর ধ'রে নায়েব-গোমস্তার হুকুম খেটে' খেটে', ও-ঘোড়ার ডিম স্রেফ্ ভুলেই গেছি। তা—তা—"

"কুছ পরোয়া নেই"—ছোটকাকা বলেন ; "আপনি বর-পক্ষের পুরুত হ'য়ে যাচ্ছেন মশাই, অং বং এই কাজে চল্‌বে'খন ; তা ছাড়া গৈলার চক্কোত্তি-বংশের সন্তান আপনি, আপনার আবার ইয়ে—হ্যাঁঃ—"

"হ্যাঁঃ, হ্যাঁঃ, তা তো বটেই, তা তো বটেই। বলে 'হাতী ম'লেও লাখ্ টাকা'।"—এই ব'লে, পদ্মিনী পুরুত একটা নূতন-কেনা নামাবলী, আর একজোড়া খড়ম জুটিয়ে বরযাত্রীদের দলে ভিড়ে পড়্‌লেন। বলা বাহুল্য, শুধু পৈত্রিক পৈতাটি আর ঐ নামের পদবীটি ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের আর কোন বালাই যে পদ্মিনী পুরুতের ছিল না—এ দুঃসংবাদ স্বয়ং ছোটকাকাও জান্‌তেন। কিন্তু জান্‌লে কি হবে ? ভাড়াটে বিদেশী বামুনের চাইতে এ তবু দেশের বামুন হ'ল। 'বিদেশে নিয়মো নাস্তি'—কাকা মনে মনে শাস্ত্র-বচন আউড়ে নিজেকে চোখ ঠার দিতে চাইলেন।

—২—

বৈশাখী পূর্ণিমা ! চারদিক্ জ্যোৎস্না আর ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় মশ্‌গুল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। সন্ধ্যা লাগ্‌তে না লাগ্‌তেই বাজনা-

বাজির ঘন রোল, আর মেয়েপুরুষের সোরগোলে বিয়েবাড়ী সর-গরম হ'য়ে উঠেছে। কন্যাপক্ষের তদ্‌বিরে বরযাত্রীদের এতটুকু অসুবিধে হ'বার যো নেই। বোশেখ মাসের গুমোট গরমকেও ডাব-সরবৎ-লেমনেড-এর আওতায় ওরা নরম ক'রে দিতে কসুর কর্‌লেন না। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'—সে তো চল্‌ছেই—যেন বেলুড় মঠের মহোৎসব! একদল লোক আছেন, যাঁরা বিয়ের আসরে যা-হোক্ একটা-কিছু গোল না পাকাতে পার্‌লে হাঁফিয়ে ওঠেন; এই দলকে নিয়েই হ'ল সব চেয়ে বেশী মুশ্‌কিল! এমন নিরামিষ নিখুঁৎ বরযাত্রী হওয়া তাদের মত লোকের ধাতে সয় না। তা'রা খালি হাঁসফাঁস কচ্ছেন—সুযোগ ছুতো একটা পেলেই হয়!—

এদিকে পদ্মিনী পুরুত ত্রিসন্ধ্যা রীতিমত নামাবলী গায়ে জড়িয়ে, হরিণের চামড়ার আসনে পদ্মাসন ক'রে ঘন ঘন গায়ত্রী আওড়াচ্ছেন। ভাবটা, যেন তিনি একজন পরম নৈষ্ঠিক সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

পাকা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে বিয়ের আসর সাজান হয়েছে। বরপক্ষীয়দের একেবারে সাম্‌নেই ফোঁটা-তিলক কাটা পরমগম্ভীর মুখে ঠাঁই নিয়েছেন পদ্মিনী চক্কোত্তি মশাই। ওদিকের রোয়াকে কনে-বাড়ীর নিমন্ত্রিতা মেয়ের দল ভিড় জমিয়েছে। কনেপক্ষের পুরুত ঠাকুরটিও কম যান না। পট্টাম্বর

পরিহিত হ'য়ে, শিখায় রক্তজবা প'রে আসর আলো ক'রে বসেছেন, ঠিক সাম্‌নে। তাঁর 'যুদ্ধং দেহি' ভাবটা চোখে-মুখে ফুটে উঠ্‌ছে। আক্রোশটা (যদি কিছু থাকে!) স্বভাবতঃই বরপক্ষের পুরুতের উপর। বলে 'যোগ্যং যোগ্যেন'। সংস্কৃত জ্ঞানের যত কিছু কুচ্‌কাওয়াজ দেখাবার একটা ভারী উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে! তা' হোক, পদ্মিনী চকোত্তি ওসবে দম্‌বার লোকই ন'ন। বলে, 'বরপক্ষের পুরুত, তার আবার, হ্যাঁ'—ছোটকাকার উৎসাহ ও অভয়বাণী তার মনে জাগে, 'কুছ-পরোয়া নেই।'

বিয়ের মন্ত্র পড়া সুরু হয়েছে। মন্ত্র-টন্ত্র বেশীর ভাগই কনে-পক্ষের পুরুত ঠাকুর পরম আগ্রহে পড়িয়ে যাচ্ছেন। নেহাৎ মর্য্যাদা বজায় রাখ্‌তে পদ্মিনী পুরুত মধ্যে মধ্যে দু'এক-বার পুনরাবৃত্তি কচ্ছেন মাত্র।

এদিকে সম্প্রদানের সময়, পদ্মিনী পুরুতের কি খেয়াল হ'ল, তিনি নিজে যেচে' মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে গিয়ে ব'লে ফেল্লেন—"হ্যাঁ, বলুন—······বরং······ !"

"এ্যাঁ সে কি!"—সহসা কন্যাপক্ষের শিখা নড়ে' উঠ্‌ল "বরং! কি ক'রে হবে মশাই?"

—"কেন? দোষটা কি শুনি? পড়ুন আপনি—বরং—"

—"হ্যাঁঃ উনি বল্‌লেই হ'ল কিনা? ওটা, মশাই 'বরং' না হ'য়ে 'বরায়' হ'তে বাধ্য—সম্প্রদানে চতুর্থী।"

—"ধ্যেৎ। চতুর্থী কে বল্‌লে ? আজ চতুর্থী ! পাঁজিতে পরিষ্কার লেখা আছে, প'ড়ে দেখুন গে'—আকাশে চাঁদ উঠেছে, চেয়ে দেখুন তো !—আজ পূরো পূর্ণিমা, বলে কি না চ—"

—"এ্যাঁ—হাঃ—হাঃ"—

"আহা থাক্, থাক্"—ইতিমধ্যে ব্যাপার বেগতিক দেখে' সোরগোল ক'রে ছোটকাকা-প্রমুখ বরযাত্রিদল একযোগে হাত তুলে পদ্মিনী পুরুতের বক্তৃতা বন্ধ কর্‌তে হেঁকে উঠ্‌লেন।

...কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা' !

ফাউ

বড় কঞ্জুষ কুঞ্জ গোঁসাই—হাঁড়ি ফাটে নামে যার,—
এক ডাকে চেনে গাঁয়ের সবাই ; জুড়ি তার মেলা ভার !
কিপ্‌টে বামুন ! টাকার কুমীর !—ভুঁড়ি-সার সরু দেহ—
দেখে তারে প্রাতে সারা দিনে সুখ পায় নাই কভু কেহ।

একদিন তার কি হ'ল খেয়াল ! তঙ্কা গুঁজিয়া টেঁকে,
বাজার করিতে নিজেই হাজির ! অবাক্ সবাই দেখে' !
কেউ ভাবে 'আজ বাজার বিফল'—কেউ বলে—"হ'ল এ কি !
কুঞ্জ বাজারে ?—নিশ্চয় কেউ সুদে দিয়ে গেছে মেকী !"

'কুঞ্জ বাজারে ?—আজব ব্যাপার এ'—কানে কানে কথা রটে।
ছ'মাসে ন'মাসে হেন শুভ (?) যোগ কচিৎ কখনো ঘটে !
মেছোহাটা হ'তে মশ্‌লা-পট্টি—ছোট্ট বাজার কি না !—
যে যাহারে পায় হাসিয়া সুধায় "খবর শুনেছো কি—না ?"

এদিকে কুঞ্জ দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে হয়রান—
টেঁক হ'তে টাকা ফেলিতে, হাসিয়া দোকানী ফেরত দ্যান্ !
অচল চাকৃতি। ওঠে না চন্‌কে ভাঙ্গ্‌তি মেলে না তার,
বেকুফ্ কুঞ্জ মাথাটি নোয়ায়ে ধীরে ধীরে হ'য় বা'র !

টেঁকের টাকা সে টেঁকেতে গুঁজিয়া যাবে কি কুঞ্জ ফিরে' ?
বাজার হইতে শুধু হাতে ফিরে' জব্দ হইবে কি রে !
বাড়ীতে গিন্নী—রুক্ষ মূরতি ! নথ নাড়া মার-মুখী—
স্মরণ করিয়া কাঁপিছে কুঞ্জ বেগুন-হাটাতে ঢুকি' !
"কি দর বেগুন ?" "কত ক'রে সের ?" কুঞ্জ সুধায় তবু—
বাজারে আসিয়া খালি হাতে বাড়ী কুঞ্জ ফিরে না কভু !
"তিন প'সা সের। কত সের চাই ?"—
ব্যাপারী সুধায় এবে।
"দু'সের উঠাও"—কহিল কুঞ্জ কি জানি কি মনে ভেবে।

বোম্বাই চীজ ! চারিটি বেগুনে পাল্লা সমান হ'লে—
বোঁটা ধরি তাই ফেলিল থলেতে "এই নিন্ বাবু" ব'লে।
"আরে রাম ! রাম ! সে কি কথা ? মোটে
চারিটি বেগুন ?—যাওঃ !
দু'-একটি 'ফাউ-টাউ' কি দেবে না ?—দর ত কসি নি তাও।"

"হয় না যে বাবু ! তাজা তরকারী ফাউ কি পোষায় কভু ?"
একটি মাঝারি পুষ্ট বেগুন ধ'রে তুলে' দেয় তবু।
"উঁহু—নাঃ [illegible] বড় কসাকসি"—কুঞ্জ রুষিয়া কহে ;
"ছয় পয়সায় চারিটি বেগুনে দুইটিও ফাউ নহে ?"

"মাফ করিবেন। নিতে হয় নিন—না নিন ত যান রেখে—"
বেগুন-ব্যাপারী বেখুস্ হইয়া অন্য গ্রাহক দেখে।
"তাই ভালো, বেশ।"—বলিয়া কুঞ্জ একটি একটি করি'
চারিটি বেগুন বোঁটায় ধরিয়া রাখে পুনঃ ঝাকা 'পরি।

"বেশ ত মশাই? পাঁচটি দিলেম—" ব্যাপারী রুষিয়া ওঠে;
"আহা চটো কেন? চারটি-ই দে'ছ। একটি ত 'ফাউ' বটে।
তোমার জিনিস তোমাকে দিলাম—ফাউ সে ত মোরই জানি।
আসল পেলে ত কেন মিছে বাপু! 'ফাউ' নিয়ে টানাটানি?"